ঈদের নামায ঈদগাহে পড়তে হবে কেন?

মূল ঃ বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান

ঈদের নামায
ঈদগাহে পড়তে হবে কেন?

মূল
বিশ্ব বরেণ্য মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক
শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদে
খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান

প্রকাশনায় তাওহীদ পাঠাগার

অনুবাদকের কথা

الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا
محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد :

বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এযুগে ইসলাম তথা কুরআন ও সহীহ্ হাদীস শিক্ষা করে যখন অতিসহজেই জীবন পরিচালনা করা সম্ভব, ঠিক তখনই আবার নব্য জাহিলিয়াতের কুটকৌশলীদের প্রতারণায় পড়ে কেউ বিভ্রান্তিতে পতিত হলে তাতে বিস্ময়ের কোন ব্যাপার হবে না। কেননা ইসলামের প্রথম যুগ হতেই হাক্ব ও বাতিলের দ্বন্দ্ব চলে আসছে। সে সূত্র ধরে পৃথিবী থেকে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি জীবন্ত সুন্নাতকে পৃথিবী থেকে মুছে দেয়ার জন্য কতিপয় নামধারী আলিম "আল-ইসাবাহ" নামক পুস্তক রচনা করে অপচেষ্টায় লিপ্ত হন। তারই প্রতিবাদে তাত্ত্বিকভাবে অত্র পুস্তকিটি রচনা করেন ইসলামের বিংশ শতাব্দীর বীর বাহাদুর– *মুহাক্কিক ও মুজাদ্দিদ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)*। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। পুস্তকটি তিনি তথ্যভিত্তিক, যুক্তিপূর্ণ প্রমাণপঞ্জীর দ্বারা রচনা করেছেন। জগৎ খ্যাত এ মনীষীর পুস্তকটি অনুবাদ করতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ যেন এ ক্ষুদ্র খিদমাত কবূল করেন।

সুপ্রিয় পাঠকগণের দৃষ্টিতে পুস্তকটিতে কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধনের সুযোগ পাব ইনশাআল্লাহ। এ পুস্তকের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ যেন উভয় জগতে সুখময় করেন– আমীন ॥

বিনীত
খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান

বর্তমান ঠিকানা
মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া
৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
ফোনঃ ৭৫১৫৫৬৭ (অনুঃ)

স্থায়ী ঠিকানা
গ্রামঃ রামনগর, পোঃ শেহলাপট্টি
থানাঃ কালকিনি, জেলঃ মাদারীপুর

সূচীপত্র

আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

তুমি সত্যিকার কাহিনী বর্ণনা কর, যাতে লোকেরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। (সূরা আল-'আরাফ ১৭৬)

নাম ঃ আবূ আবদির রহমান মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)। পিতার নাম শাইখ নূহ নাজাতী আলবানী। আলবানিয়ায় তাঁর জন্ম হয় বলে আলবানী নামে অভিহিত। আলবানিয়া ইউরোপের একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ।

জন্ম ঃ বিশ্ব বরেণ্য মুহাদ্দিস শাইখ আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ১৯১৪ ঈসায়ী আলবানিয়ার তৎকালীন রাজধানী আশকুদ্রাহতে একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আলবানীর পিতা নূহ নাজাতী একজন হানাফী আলিম ছিলেন। তিনি তার পরিবারসহ সিরিয়ার দামিশ্ক হিজরত করেন। তাঁর পিতার মত মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানীরও হিজরতের ধারা চলে। প্রতিপক্ষের জ্বালাতনে আল্লামা আলবানী প্রথমে দামিশ্ক থেকে আম্মানে হিজরত করেন। অতঃপর আম্মান থেকে আবার দামিশ্ক, দামিশ্ক থেকে বৈরুত, বৈরুত থেকে আরব আমিরাতে, সেখান থেকে দামিশ্কে, আবার দামিশ্ক থেকে আম্মানে হিজরত করেন। জীবনের শেষ বিশ বছর তিনি আম্মানেই ছিলেন।

শিক্ষা-দীক্ষা ঃ দামিশ্কের এক মাদ্রাসা "আল ইসআ-ফুল খাইরিয়্যাহ"তে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। অতঃপর তাঁর পিতার নিকট হতে মুখতাছার কুদুরী পড়েন। তার পর তাঁর পিতার বন্ধু শাইখ সায়ীদ আল বুরহানীর নিকট তিনি হানাফী ফিক্হ গ্রন্থ নূরুল ইযাহ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ মারাক্বিল ফালাহ্ এবং আরবী সাহিত্য ও বালাগাত প্রভৃতি কিতাব পড়েন।

আল্লামা আলবানীর পিতা সূফীবাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাই তিনি তাঁর পুত্রকে সূফীদের খানকাতে ও মাযারে নিয়ে যেতেন। ফলে তার আরবী কিস্‌সা, যেমন যা-হির আন্তারা ও আল মালিক সাইফ প্রভৃতি পড়াশুনার প্রতি ঝুক ছিল। পোল্যান্ডের অনুবাদ কাহিনী কার্সেন ও লোবেন পড়াশুনায় তার কেন্দ্রবিন্দু হয়। অবশেষে মিশরের আল্লামা রশীদ রেযা সম্পাদিত আলমানার ম্যাগাজিন তার জীবনের মোর ঘুরিয়ে দেয়। তাতে তিনি ইমাম গাযালীর ইহ্ইয়াউ উলুমিদীন গ্রন্থ হতে জাল ও যঈফ হাদীস পড়ে তিনি সর্বপ্রথম হাদীস যাচাই বাছাইয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর জন্য কুরআন, হাদীসের ইল্‌মের ভাণ্ডার খুলে দেন। হাজার বছরেরও বেশী কাল ধরে হাদীস শাস্ত্রের যে খিদমত হয়নি, বিংশ শতাব্দীতে তিনি তা করার তাওফীক লাভ করেন।

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?
ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

কর্মজীবন ঃ আল্লামা আলবানী যৌবনের প্রথমদিকে কাঠমিস্ত্রী ছিলেন। অতঃপর তিনি তার পিতার পেশা ঘড়ি মেরামতের কাজ শিখে তাতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পরিবারের প্রয়োজন মিটানোর জন্যই তাঁর এ কাজ করতে হয়েছিল। এর ফাঁকে ফাঁকেই তিনি হাদীস শেখার চেষ্টা করতেন। বিশেষ করে মাকতাবা বা লাইব্রেরীতে তিনি গবেষণার জন্য সময় কাটাতেন। তাঁর গবেষণার নেশা দেখে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ লাইব্রেরীতেই একটি কামরা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর অধ্যাপনা করেন। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় তিনি গবেষণা, লেখালেখি ও বক্তৃতার কাজে ব্যস্ত থাকেন। জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত তিনি দীনের এ খিদমাতের আঞ্জাম দেন।

রচনাবলী ঃ আল্লামা আলবানীর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা প্রায় ৩০০ (তিনশত)। তাঁর মধ্যে কিছু উল্লেখ করা হল ঃ (১) সিলসিলাতুল আহা-দীসিয যঈফাহ ওয়াল মাউযূয়াহ বা দুর্বল ও জাল হাদীসের ধারা। এটি দশ খণ্ডে যার ৬ খণ্ড ছাপা হয়েছে। (২) সিলসিলাতুল আহা-দীসুস সহীহা বা বিশুদ্ধ হাদীসের ধারা। এটিও ৬ খণ্ড ছাপা হয়েছে। (৩) ইরওয়া-উল গালীল ফি তাখরীজি মানা-রিস সাবীল। (৪) মুখতাসার সহীহ মুসলিম লিল মুনযিরী। (৫) মুখতাসার সহীহুল বুখারী। (৬) সহীহ আবূ দাউদ। (৭) যঈফ আবূ দাউদ। (৮) সহীহ তিরমিযী। (৯) যঈফ তিরমিযী। (১০) সহীহ নাসাঈ। (১১) যঈফ নাসাঈ। (১২) সহীহ ইবনে মাজাহ। (১৩) যঈফ ইবনে মাজাহ। (এগুলো তিনি তাহ্কীক করে আলাদা করেন)। (১৪) সহীহ জামিউস সগীর। (১৫) যঈফ জামিউস সগীর। (১৬) সহীহ তারগীব আত্তারহীব। (১৭) সহীহ আদাবুল মুফরাদ। (১৮) যঈফ আদাবুল মুফরাদ। (১৯) মিশকাতুল মাসাবীহ তাহকীক। (এ সকল কিতাব তিনি তাহকীক করেছেন এবং সহীহ, যঈফের হুকুম লাগিয়েছেন)। (২০) আদাবুয যিফাফ। (২১) আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদয়িহা। (২২) সিফাতু সলাতিন নাবী (সাঃ)। (২৩) সলাতুত তারাবীহ। (২৪) সলাতুল ঈদাইন ফিল মুসাল্লা। (২৫) গায়াতুল মারাম।

এছাড়াও তাঁর বহু উল্লেখযোগ্য রচিত পুস্তক রয়েছে। তাঁর বহুগ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও আল্লামার অনেক বই অনুবাদ হয়েছে এবং অনেক অনুবাদের কাজ চলছে।

মৃত্যু ঃ ১৯৯৯ ঈসায়ী সালের ২রা অক্টোবর মোতাবেক ২২শে জামা-দিল উখরা ১৪২০ হিজরী শনিবার মাগরিবের একটু পূর্বে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে ৮৬ বছর বয়সে উক্ত বিশ্বমনীষী বিশ্ববাসীকে কাঁদিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। বিশ্ববাসী তাঁর কাছে চিরঋণী। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন– আমীন।

ঈদের সলাত ঈদগাহে আদায় করাই সুন্নাত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ، وَعَلٰى مَنْ تَمَسَّكَ بِهَدْيِهِ، وَاسْتَقَامَ عَلٰى طَرِيْقَتِهِ، إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ *

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। সলাত ও সালাম আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবী এবং যাঁরা তাঁর হিদায়াতকে আঁকড়িয়ে ধরবে। আর কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁর পন্থার উপর যাঁরা অবিচল থাকবে তাদের প্রতি।

অতঃপর আজকে আমাদের এ পুস্তিকা ও বিষয় হল ঃ

«صَلَاةُ الْعِيْدَيْنِ فِيْ الْمُصَلّٰى خَارِجَ الْبَلَدِ هِيَ السُّنَّةُ»

[শহরের বাইরে ঈদগাহে দু'ঈদের সলাত আদায় করা সুন্নাত] আমি চিন্তা করেছিলাম দু'ঈদের সলাতের বিধানগুলো একত্র করে একটি পুস্তিকা লিখব। যেমন সলাতুত তারাবীহ পুস্তিকা। কিন্তু সময় আমাকে অপারগ করে দিল। যেহেতু ঈদুল ফিতরের মাত্র কয়েকদিন বাকী আছে। এজন্য আমি যে বিষয় উল্লেখ করলাম সে বিষয়ে সীমাবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। আশা করি মহান আল্লাহ অতিসত্বর পূর্ণাঙ্গ পুস্তিকা বের করে মানুষের মাঝে প্রসার করতে আমাকে সহজ করে দিবেন এবং প্রত্যাশা করছি মানুষ আমাদের পুস্তিকাকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করবে। আর তাদের অনুপস্থিতদেরকে সঠিক দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমে সৌভাগ্যশালী হব এবং আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা উপকৃত হবে।

«يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ»

"যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট আসবে।"

(সূরা ঃ আশ্-শুয়ারা- ৮৮-৮৯ আয়াত)

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?
ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

প্রিয় পাঠক! জেনে রাখুন! এ সমস্ত লেখকগণ তাদের আল-ইসাবা নামক রিসালায় ১৪, ১৫ পৃষ্ঠায় বড় বড় দু'পৃষ্ঠা খসড়া লিখেছেন এবং বিষয় নির্ধারণ করেন সলাতুল ঈদে ফিল মুসল্লা বা ঈদগাহে ঈদের সলাত আদায়। তাতে লজ্জাজনকভাবে অতিসংক্ষেপ করে, তার থেকে পাঠক স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে তাদের ইলমের পরিধি! তারা তাদের ঐ পুস্তকে আমাদের উপর অপবাদ দিয়েছে। তারা ধারণ করেছে আমরা নাকি বলেছি ঈদের সলাত মাসজিদে শুদ্ধ হয় না!

তারা আরো বলে ঃ মদীনাতে পর্যাপ্ত উপকরণ না থাকার কারণে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে সলাত পড়া পছন্দ করেছিলেন। যেমন মদীনাতে একটি মাসজিদ ব্যতীত কোন মাসজিদ পাওয়া যেত না।

এটা পরিপূর্ণ অজ্ঞতা। কারণ নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে মাদীনাতে বহু প্রসিদ্ধ মাসজিদ ছিল। তার মধ্যে অন্যতম হল ঃ মাসজিদে কুবা, মাসজিদে কিবলাতাঈন, মাসজিদুল ফাতাহ। হাদীসের কিতাবে এ সমস্ত মাসজিদ সম্পর্কে অসংখ্য সহীহ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীর ১ম খণ্ডের ৪৪৫ পৃষ্ঠায় আরও বহু সংখ্যক মাসজিদের নাম উল্লেখ করেছেন। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করেন তথায় দেখে নিতে পারেন।

তাদের এ বাতিল বিনয়ীদাবী দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঃ এ মিথ্যা ত্রুটির মতভেদের মাধ্যমে ঈদগাহে ঈদের সলাত আদায় সুন্নাতকে বন্ধ করে দেয়া। আর সে কারণেই তারা বলে, মাদীনাতে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাসজিদ ব্যতীত কোন মাসজিদ ছিল না এবং তাদের ধারণা মুসল্লিদের ঈদের সলাত বিস্তৃত হবে না।

আমরা তাদের বাতিল দাবী মৌলিক বিষয় দ্বারা বাতিল প্রমাণ করবো। আমরা বলবো, যদি আমরা ধরেও নেই যে, মাসজিদে নববী মুসল্লিদের জন্য বিস্তৃত ছিল না, তাহলে তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল ঐ বহুসংখ্যক মাসজিদে সলাত আদায় করা যেরূপ আজকের দিনে মানুষ করছে। তাঁরা মাসজিদে সলাত পরিত্যাগ করে ঈদগাহে সলাত আদায় করলেন। এটা স্পষ্ট দলীল যে, ঈদের সলাত মাসজিদ ব্যতীত ঈদগাহেই পড়া সুন্নাত। এ উদ্দেশ্য প্রমাণিত এবং তারা যে বাতিলের ইচ্ছা করেছিল তা বাতিল বলে প্রমাণিত হল।

অতঃপর তারা বলে ঃ যখন মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গেল তখন ঈদগাহে একত্রিত হওয়া মুসলিমদের উপর অসম্ভব হয়ে পড়ল। বিশেষ করে বড় বড় শহরগুলোতে। যেমন দামিস্কে অধিক মুসল্লির কারণে ঈদগাহে সলাত আদায় অসম্ভব হয়ে পড়ল তাই তারা প্রয়োজনের খাতিরে বিভিন্ন মাসজিদে একত্রিত হতে লাগল।

আমি বলব, প্রিয় পাঠকবৃন্দ! এ বৈপরিত্য যুক্তির দিকে লক্ষ করুন। যখন মুসলিমগণ ঈদগাহে একত্রিত হলো তখন তারা আপত্তি পেশ করলো এটা তাদের জন্য সহজ ছিল। ঈদের সলাত ঈদগাহে আদায় করা এবং এর উপর বড় বড় শহরে 'আমল প্রচলন থাকার দলীল রয়েছে। যেমন ইমাম নববী শরহে মুসলিমে বলেছেন। অতিসত্বর ঈদগাহে সলাত আদায় করা সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য হাদীসের প্রমাণের অধ্যায়ে এর দলীল আসবে।

আজকের দিন পর্যন্ত আল্লাহর অনুগ্রহে বহু ইসলামী শহরে সর্বদা এ সুন্নাতের 'আমাল প্রতিষ্ঠিত আছে। যেমন দামিস্ক, জর্দান, মিশর, আল-জিরিয়া, পূর্ব আরবীয় অঞ্চল, পাকিস্তানসহ আরো অন্যান্য শহর।

অতঃপর কোন প্রয়োজনে এসব বহু বড় মাসজিদে মুসলিমদের জামা'আতকে পৃথক করে দিল? তার থেকে প্রত্যেক স্থানে ছোটতে পরিণত হলো, যা এক ছোট জামা'আত অপর ছোট জামা'আতের নিকটবর্তী হয়ে গেল। কখন কখন দু'জামা'আতের মাঝে দূরত্ব পঞ্চাশ কদম অথবা তার থেকে কম দূরত্ব পাওয়া যায় না।

যদি এসব লিখকগণ তাদের কথা মোতাবেক সর্বাধিক বড় একটি মাসজিদে ঈদের জামা'আত আদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিত, তাহলে একথার সাথে সালাফদের মিল হত। অতি সত্ত্বর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) থেকে এর থেকে বর্ণনা আসছে।

কিন্তু সুন্নাতের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথে তাদের পূর্বে কখনও কোন মুসলিম যা বলেনি তা বলা হতে তারা বিরত থাকলো না। আর তারা বললো সকল মুসলিমদের ঐক্যমত যে, যখন মাসজিদে ধারণ ক্ষমতা না হবে তখন ঈদের সলাত ঈদগাহে পড়া সুন্নাত। অধিকাংশ আলিম তাদের এ শর্তকে গ্রহণ করেনি। বরং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মুসলিম তাদের এ অজ্ঞতার বিরোধিতা করেছেন।

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?
ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غيرسبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وسائت مصيرا»

"যে ব্যক্তি তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং মু'মিনদের পথের বিপরীতে চলে। আমি তাকে ঐ পথেই নিয়ে যাবো যে পথ সে গ্রহণ করেছে। এবং আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর জাহান্নাম নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।

(সূরা আন্-নিসা– ১১৫ আয়াত)

অতএব হে লোকসকল! সুন্নাতই হলো সুন্নাত।

অতঃপর ঐ সকল লিখকগণ বলেন ঃ নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযরের কারনে মাসজিদে ঈদের সলাত পড়েছেন। এটাই প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট। অতঃপর তারা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির ওযরের কারণে মাসজিদে যে ঈদের সলাত পড়েছেন আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে সে হাদীস উল্লেখ করেন।

এর উত্তর হল ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীস যদি সহীহ্ হয় তাহলে সেটা আমাদের জন্য দলীল। কেননা তাতে বুঝা যায় যে, যদি বৃষ্টির ওযর না হত তাহলে ঈদগাহেই সলাত পড়তেন। এ ব্যাপারে তোমাদের ব্যতীত মুসলিমদের কেউ বিপরীত বলেনি। কেননা তোমাদের পূর্বের কথা একথারই ভিত্তি স্থাপন করে যে, এ পর্যন্ত ঈদগাহে ঈদের সলাত আদায় করা শারীয়াত সম্মত বলে প্রমাণিত হয়নি। কেননা তোমাদের ধারণা তোমাদেরই আপত্তি মাত্র। আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের কথা প্রত্যাখ্যান করেছি। আর হাদীস তোমাদের পক্ষে নয় বরং তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল প্রমাণিত হয়েছে। আর তার প্রতিটিই বলা হয়েছে যদি হাদীস সহীহ্ হয়। আর সে হাদীস সহীহ্ নয়। বরং তার সনদ যঈফ, তার বর্ণনা অতিসত্বর আসছে।

আর তাদের সমস্ত কথাই হলো অশ্লীল ভাষী। তার জওয়াব দেয়া সমীচীন নয়। তবে আবূ সাঈদ (রাঃ)-এর প্রথম হাদীস ও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করার পরে তারা বলেছেন ঃ

«فيستفاد من الحديثين أنها تصح بالمصلى، وفي المسجد، وأن كلا

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

فِيهِ ثَوَابٌ. كَمَا أَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، أَنَّ الْأَفْضَلَ صَلَاتُهَا فِي الصَّحْرَاءِ لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذٰلِكَ»

দুটি হাদীস থেকেই বুঝা যায় যে, ঈদের সলাত ঈদগাহে ও মাসজিদে পড়া দুরস্ত আছে এবং দু'আবস্তাতেই সওয়াব হবে। যেমনভাবে প্রথম হাদীস থেকে বুঝা যায়। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়মিত করার কারণে ঈদের সলাত ময়দানে পড়া অতি উত্তম।

আমি বলব, প্রিয় পাঠক! তারা কিভাবে সে সঠিকের দিকে ফিরে আসল যেদিকে আমরা আহ্বান করছি। এ কারণেই তারা আমাদের সাথে তাদের পূর্বের কথা সংক্ষেপন করেছে। তারা কি ধারণা করেছে যে, তারা স্থিরতার উপর আছে? তা নয় বরং তারা যেখান থেকে শুরু করেছিল সেখানে ফিরে এসেছে। তারা হাফিয ইবনু হাজার হতে ইমাম শাফেয়ীর কথা বর্ণনা করার পর বলছে, যারা ইমাম বুখারীর[1] হাদীসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে–

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ : «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحٰى الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ» وَفِي لَفْظٍ «الْمُصَلّٰى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ»

উম্মু আতিয়্যাহ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, "রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন যে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিবসে তোমরা নাবালেগা, ঋতুবতী ও বালেগা মহিলাগণ ঈদগাহে বের হবে। আর ঋতুবতীগণ সলাত হতে দূরে থাকবে। অন্য শব্দে এসেছে ঋতুবতী মুসল্লাহ হতে দূরে থাকবে এবং তারা কল্যাণ কামনা ও মুসলিমদের দু'আয় শরীক হবে।"

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঈদগাহে নিয়মিত সলাত পড়ার কারণ জানা গেল। আর সেটা এ কারণেও ছিল যে, পুরুষ ও মহিলাদের ঐ দু'দিনে মাসজিদে সংকুলান হচ্ছিল না অথবা মাসজিদে ঋতুবতীদের উপস্থিতি বৈধ ছিল না।

---

[1] (হাদীসটি বুখারীর বর্ণনা বিন্যাসে এসেছে বলাটা ভুল। বরং হাদীসটি মুসলিমের। ইস্তাম্বুল ছাপা ৩য় খণ্ড ২০-২১ পৃষ্ঠা)

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

আমি বলব ঃ আমরা যদি এ সমস্ত কথার প্রতি চিন্তা করি তাহলে এর অন্তর্ভুক্ত কোন কথা দীক্ষা পাবো না। আমরা যদি মেনেও নেই যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষ ও মহিলাদেরকে স্থান দিতে পারছিলেন না। তাহলে এ ব্যাপারে আমাদের মাসজিদগুলোতেও তাদের সমস্ত মুসল্লিদের স্থান দেয়া যাবে না। অতএব সেসময়ে সকলের ঈদগাহে বের হওয়া শারীয়াত সম্মত ছিল। এটাই আসল উদ্দেশ্য। অতঃপর মাসজিদে যখন তাদের নিকট ঋতুবতীদের উপস্থিত হওয়া বৈধ ছিল না। তাহলে তাদের এটাও স্বীকার করতে হবে যে, ঈদগাহে মহিলাদের উপস্থিত হওয়া বৈধ। যখন তারা মাসজিদগুলোতে ঈদের সলাত পড়া আবশ্যক বলছে তাহলে তারা ঋতুবতী মহিলাদের কল্যাণ ও মুসলিমদের দু'আয় শরীক হওয়া নিষেধ করছে। আর এটা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের বিরোধী, যা ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। অতএব হাদীস আমাদেরকে প্রমাণিত করে দিচ্ছে যে, ঈদের সলাত ঈদগাহেই পড়া কর্তব্য; মাসজিদে নয়। কেননা মাসজিদ যত বড়ই হোক না কেন সমস্ত নারী পুরুষকে তাদের স্বীকৃতি অনুযায়ী স্থান দেয়া সম্ভব নয়। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের দলীল হল তাদের কথা ঃ

«وَكَانَتْ تَخْرُجُ النِّسَاءُ لِلْمُصَلَّى حَتَّى الْحَيْضُ تُكَبِّرُ بِتَكْبِيرِهِمْ»

"মহিলাগণ ঈদগাহে বের হতো আর ঋতুবতীগণ পুরুষদের তাকবীরের সাথে তাকবীর ধ্বনি দিতো।"

অতএব আমরা তাদের নিকট প্রশ্ন রাখছি– কিভাবে এ সুন্নাতকে মাসজিদে প্রমাণ করা আপনাদের সম্ভব হলো? সমস্ত নারীদেরকে নিষেধ করা ব্যতীত আপনাদের কোন পথ নেই। এটা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের বিরোধী। আর যদি আপনারা তাদেরকে মাসজিদের বাইরে বেড়া/প্রাচীরের পিছনে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন তাহলে কিভাবে তাদের পক্ষে সম্ভব হবে পুরুষদের তাকবীরের সাথে তাদের তাকবীর বলা? হে মুসলিম ভাইগণ! চিন্তা করে দেখুন অজ্ঞতা তার সাথীকে কি করতে পারে এবং এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন।

দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ আমরা যেসব লিখদের হওয়ালা বর্ণনা করেছি তা সুস্পষ্ট যে, তারা বলেছেন ঃ মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়া শরীয়াত সম্মত যদিও তারা যুবতী হয়। কেননা তারাই হলো নাবালেগা। অতএব এটা

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

স্মরণ রাখুন। কেননা কখনো এমন দিন আসবে তখন এ সমস্ত লিখকদের মনে জাগবে যা তারা তার অস্বীকার করা বুঝতে পারবে না। যখন তারা সুন্নাতের কোন সহায়ক কাজ দেখবে তখন হিংসা ও দুরাচারীর দৃষ্টিতে তারা তা জানবে।

আমরা মহিলাদেরকে মুসলিমদের জামা'আতে উপস্থিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করছি, সাইয়্যিদুল মুরসালীন সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ প্রমাণিত থাকার কারণে। সেক্ষেত্রে আমাদের তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করার কোন সুযোগ নেই। তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। আর তাদের প্রতি শরীয়াতে নির্ধারিত পর্দা ফরয। তাদের জন্য মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কব্জি ব্যতীত শরীরের প্রদর্শনী বৈধ নয়[১]। এটা আমার কিতাব "হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাহ ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি"-এর মধ্যে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا»

"হে নাবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যাক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"

(সূরা ঃ আল-আহযাব- ৫৯)

---

[১] অর্থাৎ শরীয়ত সম্মত পর্দা, এতে আটটি বিষয়ের শর্ত রয়েছে ঃ
ক) মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কব্জি ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢাকা।
খ) কোন সাজসজ্জা অলঙ্কার না পরা।
গ) পরিহীত কাপড় পুরু হবে ও স্বচ্ছ (পাতলা) না হওয়া।
ঘ) সঙ্কীর্ণতার কারণে তার দেহের কোন বর্ণনা না দেয়া।
ঙ) সুগন্ধি না লাগানো।
চ) পুরুষদের পোষাকের সাদৃশ্য পোশাক পরিধান না করা।
ছ) কাফির মহিলাদের পোশাকের ন্যায় পোশাক না পরা।
জ) প্রসিদ্ধ কোন পোশাক পরে খেদমত না করা।
[লেখকের মূল পুস্তক হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাহ ১৩ পৃষ্ঠা ও আদাবুয্ যিফাফ ১০৫ পৃষ্ঠা।] –অনুবাদক

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

আমি তথায় এ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি। কেননা সর্বোত্তম হল তাদের মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জিদ্বয়ও ঢেঁকে রাখা। কিন্তু ঐ সমস্ত লিখকদের বিপরীত যারা সমগ্রবিশ্বের প্রভূকে ভয় করে না।

দু'ঈদে মহিলাদের ঈদগাহে বের হওয়া সম্পর্কে কিছু সংখ্যকদের কথা অদ্ভূত মনে হয়। অতএব জেনে রাখুন! এটাই হল সঠিক যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত রয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত উম্মু আতিয়্যাহ (রাঃ)-এর হাদীসকেই আমরা এখন যথেষ্ট মনে করছি। কেননা এটা শুধু শারীয়াত সম্মতই নয় বরং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের কারণে তাদের প্রতি ওয়াজিব। আর এটাকে মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবাহ ২য় খণ্ডের ১৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদীস আরও শক্তিশালী করেছে।

عَنْ أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ أَنَّهُ قَالَ : «حَقٌّ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ (شبه إزار فيه تكة) الْخُرُوْجُ إِلَى الْعِيْدَيْنِ»

আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক বাকসম্পন্ন ব্যক্তিদের (লুঙ্গিকে ফিতা দ্বারা বাঁধার মত) দু'ঈদের সলাতে বের হওয়া আবশ্যক। হাদীসের সানাদ সহীহ্।[১]

---

[১]আমাদের দেশে মহিলাদেরকে ঈদের সলাতের সওয়াব থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাদেরকে ঈদের সলাত পড়তে না দিয়ে তাদের অধিকার ও পূণ্যের কাজ ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। এটা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিপরীত। বরং মহিলাদেরকেও পূর্ণ পর্দার সাথে ঈদের জামা'আতে শরীক হবার সুযোগ করে দিতে হবে। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন মহিলাদেরকে ঈদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيْدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيْرِهِمْ وَيَدْعُوْنَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُوْنَ بَرَكَةَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

উম্মু আতিয়্যাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমাদেরকে নির্দেশ করা হতো যে, আমরা যেন ঈদের দিনে বের হই। এমনকি আমরা পর্দানশীলা কুমারী মহিলাগণ এবং ঋতুবতী মহিলাগণও বের হই। আর ঋতুবতীগণ যেন লোকদের পিছনে থাকে। অতঃপর লোকদের তাকবীরের সাথে তাকবীর দেয় এবং তাদের দু'আর সাথে দু'আ করে। আর ঐ দিনের বারাকাত ও নিষ্কলুষতা নিয়ে যেন প্রত্যাবর্তনর করে।

(বুখারী ১ম খণ্ড ১৩২ পৃষ্ঠা)

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

যারা ধারণা করে বিজয় খুলাফায়ে রাশেদার জন্য। আর তারাই এটা উত্তম বলেছেন, তাহলে এটার ব্যাপারে তারা কি বলবে? যেরূপ সহীহ্ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা কোন ধারণা করি না। যাতে আমাদের এধারণাকে তারা অন্যায় মনে করে। এটা আমাদের নিকট অধিক প্রিয় হবে। নচেৎ তাদের তথা কথিত বিজয় সম্বন্ধে লোকের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে।

আর আল্লামা সুনয়ানী সুবুলুস সালামে স্পষ্ট ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেছেন, আল্লাম শাওকানী ও নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী এবং এটা

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحٰى فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদুল ফিতর বা আযহার দিন ঈদগাহে বের হয়েছি। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে সলাত পড়ালেন। অতঃপর খুৎবা দিলেন। অতঃপর মহিলাদের নিকট আসলেন। তাদেরকে উপদেশ দিলেন ও নসীহত করলেন এবং সাদাকাহ দেয়ার নির্দেশ দিলেন। (বুখারী)

আরো দেখুন– বুখারী ১ম খণ্ড ১৩২-১৩৪ পৃষ্ঠা; মুসলিম ১ম খণ্ড ২৮৯-২৯১ পৃষ্ঠা; মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং– ১৯২৪-১৯২৬; আবূ দাঊদ ১৭৭ পৃষ্ঠা; তিরমিযী ১ম খণ্ড ১১৯ পৃষ্ঠা; সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ২য় খণ্ড ৩৬১ পৃষ্ঠা; মিশকাত ১২৫-১২৬ পৃষ্ঠা; বুখারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হাদীস নং ৯১৫, ৯১৮, ৯১৯, ৯২১, ৯২৪; বুখারী আযীযুল হক ১ম খণ্ড হাদীস নং ৫৩৬; বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড হাদীস নং ৯১৫, ৯১৮, ৯১২-৯২৪; মিশকাত নূর মুহাম্মাদ আযমী ৩য় খণ্ড ও মাদ্রাসা পাঠ্য ২য় হাদীস নং ১৩৪৫, ১৩৪৭; তিরমিযী ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১ম খণ্ড হাদীস নং ৫০৬।

নিম্নে আমরা এমন একটি হাদীস পেশ করছি যাতে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)ও মহিলাদের ঈদের সলাতে যোগদান করার সমর্থনে হাদীস বর্ণনা করে প্রমাণ করেছেন যে, মহিলাদের ঈদের সলাতে যোগদান করা দোষণীয় নয়। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ أَبِي الْمَخَارِقِ عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كَانَ يُرَخَّصُ النِّسَاءُ فِي الْخُرُوْجِ فِي الْعِيْدَيْنِ الْأَضْحٰى وَالْفِطْرِ. مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) হতে বর্ণিত; তিনি আবদুল কারীম বিন আবূ মাখারিক হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইবনু সীরীন হতে বর্ণনা করেন, তিনি উম্মু আতিয়্যাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। উম্মু আতিয়্যাহ বলেন ঃ মহিলাদেরকে দু'ঈদ তথা ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সলাতে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হতো। **(মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা ১৬৯ পৃষ্ঠা, জামিউল মুসনাদে ইমাম আযম ১ম খণ্ড ৩৭১, ৩৭৯, ৩৮১-৩৮২ পৃষ্ঠা)**

–অনুবাদক

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?
ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

ইবনু হাযমেরও স্পষ্ট কথা। আর ইবনু তাইমিয়্যাহ ইখতিয়ারাত গ্রন্থে এদিকেই ঝুঁকে পড়েছেন। আল্লাহই অধিক জানেন।

(সুনয়ানী, আল-ইসাবাহ– ৯-১০ পৃষ্ঠা)

সারসংক্ষেপে আমরা বলবো ঃ ঈদের সলাত ঈদগাহে পড়া সুন্নাত মাসজিদেও জায়িয। আমি এখানে এ পুস্তকে যে প্রমাণ পেশ করার ওয়াদা করেছি। সে ওয়াদা পূরণের কথা আসছে।

রসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত ঈদের সলাত ঈদগাহে পড়েছেন এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ ঃ

একাধিক মুহাক্কিক, হাফিয উল্লেখ করেছেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা দু'ঈদের সলাত ঈদগাহে পড়তেন। দেখুন, যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ১৭২ পৃষ্ঠা। ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড ৩৬১ পৃষ্ঠা। মুখতাসার যাদুল মা'আদ ৪৪ পৃষ্ঠা, বহু সংখ্যক হাদীস যা বুখারী, মুসলিমসহ সুনানের কিতাবসমূহে, মুসনাদের গ্রন্থে ও অন্যান্য কিতাবে অসংখ্য উত্তম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা উল্লেখিত কথাকে শক্তিশালী করে। তার থেকে কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক। যাতে প্রিয় পাঠকের নিকট সঠিক বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এজন্য কিছু হাদীস উল্লেখ করছি।

১ম হাদীস ঃ

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلَى صُفُوْفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ : فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذٰلِكَ....»

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিবসে ঈদগাহে বের হতেন। অতঃপর সর্বপ্রথমে সলাত শুরু করতেন। তারপর সালাম ফিরিয়ে লোকদের মুখামুখী হয়ে দাঁড়াতেন। আর লোকেরা তাদের কাতারেই বসে থাকতো। তিনি লোকদেরকে ওয়ায, নসীহাত করতেন ও নির্দেশ দিতেন। যদি কোথাও সৈন্যদল পাঠানোর ইচ্ছা করতেন অথবা কোন কিছুর নির্দেশ দেয়ার ইচ্ছা করতেন তাহলে নির্দেশ দিতেন। অতঃপর ফিরে আসতেন। আবূ সাঈদ বলেন ঃ লোকেরা সর্বদা এর উপরই অবিচল ছিল। **(বুখারী ২য় খণ্ড ২৫৯-২৬০ পৃষ্ঠা, মুসলিম ৩য় খণ্ড ২০ পৃষ্ঠা, নাসাঈ ১ম খণ্ড ২৩৪ পৃষ্ঠা, মুহামিলী কিতাবুল ঈদাঈন ২য় খণ্ড ৮৬ নং, আবূ নাঈম ২য় খণ্ড ২/১০, বাইহাকী ৩য় খণ্ড ২৮০ পৃষ্ঠা)**

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে ঈদের খুতবাহ্ শুধু ওয়ায নসীহাত, শিক্ষাদানের জন্যই নির্ধারিত নয় বরং বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ও উম্মাতের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের জন্যও প্রযোজ্য।

২য় হাদীস ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : «كَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُوْ إِلَى الْمُصَلّٰى فِيْ يَوْمِ الْعِيْدِ، وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلّٰى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّيْ إِلَيْهَا وَذٰلِكَ أَنَّ الْمُصَلّٰى كَانَ فَضَاءً لَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ»

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সকালে ঈদের দিবসে ঈদগাহে পৌঁছে যেতেন, আর তার সামনে দিয়ে একটি বর্শা বহন করা হত। তিনি ঈদগাহে পৌঁছলে বর্শাটি তাঁর সামনে স্থাপন করা হত। তিনি সে দিকে সলাত পড়তেন। এ ছিল সে সময়কার ঘটনা যে সময় ঈদগাহ ফাঁকা স্থানে ছিল, তাতে এমন কিছু ছিল না যাকে সুতরা বনানো যেত।

(বুখারী ১ম খণ্ড ৩৫৪ পৃষ্ঠা, মুসলিম ২য় খণ্ড ৫৫ পৃষ্ঠা, আবূ দাঊদ ১ম খণ্ড ১০৯ পৃষ্ঠা, নাসাঈ ১ম খণ্ড ২৩২ পৃষ্ঠা, ইবনু মাজাহ ১ম খণ্ড ৩৯২ পৃষ্ঠা, আহমাদ ৬২৮৬ নং শব্দবিন্যাস ইবনু মাজাহের এবং তার পূর্ণ সানাদই সহীহ্। মুহামিলী ২য় খণ্ড ২৬-৩৬ নং আবূল কাসেম শিহামী তুহফাতুল ঈদ ১৪-১৬ নং, বাইহাকী ৩য় খণ্ড ২৮৪, ২৮৫ পৃষ্ঠা)

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?
ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

৩য় হাদীস ঃ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : «خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحَى إِلَى الْبَقِيْعِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ : الْمُصَلَّى) فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ : «إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِيْ يَوْمِنَا هٰذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ»

বারাআ বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহার দিবসে বাকী গারকাদে বের হলেন (অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঈদগাহে বের হলেন) অতঃপর দু'রাক'আত সলাত পড়লেন। তারপর আমাদের দিকে চেহারা ফিরিয়ে বললেন, আমাদের এ দিবসে প্রথম ইবাদাত আমরা সলাত দ্বারা শুরু করবো। অতঃপর ফিরে গিয়ে কুরবানী করবো। যে ব্যক্তি এ কাজ করবে সে আমাদের সুন্নাতের মোয়াফেক করল। যে ব্যক্তি সলাতের পূর্বে যাবাহ করল তাঁর সে যাবাহ তার পরিবারের জন্য দ্রুত করল। কুরবানীর কিছুই হল না।

(বুখারী ২য় খণ্ড ৩৭২ পৃষ্ঠা, বর্ণনা প্রসঙ্গ তাঁরই। আহমাদ ৪র্থ খণ্ড ২৮২ পৃষ্ঠা, আল-মুহামিলী ২য় খণ্ড ৯০, ৯৬ নং আহমাদ ও মুহামিলীর সানাদ হাসান)

৪র্থ হাদীস ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِيْلَ لَهُ : أَشَهِدْتَّ الْعِيْدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَلَوْلَا مَكَانِيْ مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ، **حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِيْ عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى،** ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِيْنَ بِأَيْدِيْهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِيْ ثَوْبِ بِلَالٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ *

وَزَادَ مُسْلِمٌ فِيْ رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : «قُلْتُ : لِعَطَاءٍ أَحَقًّا عَلَى

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرُهُنَّ؟ قَالَ : إِيْ لَعَمْرِيْ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟»

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তাঁকে বলা হল ঃ আপনি কি ঈদের সলাতে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমার শৈশবাবস্থা না হলে এবং কাসীর ইবনু সল্‌ত-এর ঘরের সামনে নিশানের নিকট তিনি না এলে আমি উপস্তিত হতে পারতাম না। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাত আদায় করলেন। তারপর ভাষণ দিলেন। এরপর তিনি মহিলাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর সাথে বিলাল ছিলেন। তিনি মহিলাদেরকে উপদেশ দিলেন। নসিহাত করলেন এবং দান করার নির্দেশ দিলেন। আমি তখন মহিলাদেরকে নিজ নিজ হাত বাড়িয়ে বিলালের কাপড়ে দান-সামগ্রী নিক্ষেপ করতে দেখলাম। এরপর তিনি এবং বিলাল তাঁর বাড়ীর দিকে রওয়ানা করলেন। ইমাম মুসলিম ইবনু জুরাইজ হতে অতিরক্তি বর্ণনা করেছেন, ইবনু জুরাইজ বলেন ঃ আমি আতাআকে বললাম, এখনোও কি ইমামের জন্য আবশ্যক যে, তিনি মহিলাদের নিকট এসে নসিহত করবেন? আতাআ বলেন ঃ হ্যাঁ, আমার জীবনের শপথ! এটা ইমামদের উপর অবশ্যই কর্তব্য। তারা একাজ না করার কি কারণ থাকতে পারে?

(বুখারী ২য় খণ্ড ৩৭৩ পৃষ্ঠা, বর্ণনা প্রসঙ্গ তাঁরই। মুসলিম ২য় খণ্ড ১৮, ১৯ পৃষ্ঠা, মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবাহ (২/৩/২), আল-মুহামিলী ৩৮, ৩৯ নং, আল-ফারায়াবী ৮৫, ৯৩ নং, আবূ নাঈম মুসতাখরাজ (২/৮/২-৯/১)

হাদীসসমূহ প্রমাণ করে ঈদগাহেই ঈদের সলাত পড়া সুন্নাত

এ সমস্ত হাদীসই দু'ঈদের সলাত ঈদগাহে আদায় করা সুন্নাতের অকাট্ট দলীল। এটাই অধিকাংশ আলিম বলেছেন। ইমাম বাগাবী শরহুস সুন্নাহে বলেন ঃ

«السُّنَّةُ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، فَيُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ»

ইমাম ওযর ব্যতীত ঈদের সলাত ঈদগাহে পড়বে এটাই সুন্নাত। আর ওযর থাকলে শহরের মাসজিদে পড়বে।

(শরহুস সুন্নাহ ৪র্থ খণ্ড ২৯৪ পৃষ্ঠা, মোল্লা আলী কারীর মিরকাত ২য় খণ্ড ২৪৫ পৃষ্ঠা)

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?
ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

ইমাম মুহীউদ্দিন নববী প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যায় শরহে মুসলিমে বলেন ঃ

«هٰذَا دَلِيْلٌ لِمَنْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِ الْخُرُوْجِ لِصَلَاةِ الْعِيْدِ إِلَى الْمُصَلَّى، وَأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهَا فِيْ الْمَسْجِدِ، وَعَلَى هٰذَا عَمَلُ النَّاسِ فِيْ مُعْظَمِ الْأَمْصَارِ، وَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَلَا يُصَلُّوْنَهَا إِلاَّ فِيْ الْمَسْجِدِ مِنَ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَلِأَصْحَابِنَا وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : الصَّحْرَاءُ أَفْضَلُ، لِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

وَالثَّانِيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ، عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ : اَلْمَسْجِدُ أَفْضَلُ إِلاَّ أَنْ يَّضِيْقَ.

قَالُوْا : وَإِنَّمَا صَلَّى أَهْلُ مَكَّةَ فِيْ الْمَسْجِدِ لِسَعَتِهِ، وَإِنَّمَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى لِضَيْقِ الْمَسْجِدِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَسْجِدَ أَفْضَلُ إِذَا اتَّسَعَ»

এটা ঐ ব্যক্তিদের জন্য দলীল যারা বলেন ঃ ঈদের সলাতের জন্য ঈদগাহে বের হওয়া অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পছন্দনীয় এবং এটা মাসজিদে সলাত পড়া হতে অতি উত্তম। এর উপর বড় বড় শহরের লোকের আমল রয়েছে। আর মক্কাবাসী প্রথম যুগে মাসজিদ ব্যতীত সলাত পড়তেন না। এটা আমাদের সাথীদের জন্য দু'টি দিক রয়েছে।

প্রথম দিক ঃ এ হাদীসের ভিত্তিতে খোলা ময়দানে ঈদের সলাত পড়া অতি উত্তম।

দ্বিতীয় দিক ঃ এটাই অধিক সঠিক। তাদের অধিকাংশের নিকট সংকীর্ণ না হলে মাসজিদে ঈদের সলাত পড়া উত্তম। তাঁরা বলেন ঃ মক্কাবাসী মাসজিদ প্রশস্ত থাকার কারণে মাসজিদে ঈদের সলাত পড়েছেন। আর মাসজিদ সংকীর্ণ থাকার কারণে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে বের হয়েছেন। অতএব প্রমাণিত হলো প্রশস্ত হলে মাসজিদে ঈদের সলাত পড়া উত্তম।

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

ঈদগাহে সলাত পড়ার ব্যাপারে মাসজিদ সংকীর্ণতার যে কারণ দর্শানো হয় তার প্রতিউত্তর

তারা যা বলে তাতে স্পষ্ট ত্রুটি রয়েছে। কেননা তারা যা বলে ব্যাপারটি যদি সেরকম হতো তাহলে কেন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে ঈদগাহে ঈদের সলাত পড়তে থাকেন? কারণ হল এটা অতি উত্তম হওয়ার কারণেই একাধারে তিনি করেছেন।

আর যারা বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে গিয়েছেন মাসজিদ সংকীর্ণ থাকার কারণে, তাদের এদাবীর কোন ভিত্তি নেই। এটাকে আরো শক্তিশালী করে একার্য যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে জুমু'আর সলাত পড়তেন, লোকজন মাদীনার প্রত্যন্ত অঞ্চল ও অন্যান্য স্থান থেকে আসতো। আর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিজে মাসজিদে জুমু'আর সলাত পড়তেন। জুমু'আর সলাতে কত জন সাহাবা উপস্থিত হতেন, আর ঈদের সলাতে কতজন সাহাবা উপস্থিত হতেন যে, তাদেরকে বলা হত এদের জন্য প্রশস্ততা প্রয়োজন। আর এদের জন্য প্রসস্ততা প্রয়োজন নেই, এ পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়া নেই। যারা এ ব্যাপারে বিপরীত দাবী করবে তাদের জন্য দলীল পেশ করা কর্তব্য। আমি এ ব্যাপারটি কল্পনা করার শক্তিই রাখছি না!

আমাদের উল্লেখিত বিষয়কে সুদৃঢ় করে একথা যে, যদি দু'ঈদের সলাত ঈদগাহ হতে মাসজিদে পড়া উত্তম হত তাহলে মাসজিদ সঙ্কীর্ণ থাকলে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা প্রশস্ত করতেন যেমনভাবে কোন কোন খালীফা তাঁর পরে করেছেন। অতএব তাঁদের থেকে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদ প্রশস্ত করার অধিকতর উপযোগী ছিলেন।

ঈদের সলাতের জন্য মাসজিদ প্রশস্ত করার প্রয়েঅজনীয়তা ছিল না। ফলে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশস্ত করা পরিত্যাগ করেছেন। হায় আল্লাহ! কেউ যদি দাবী করে এটা গুরুত্বপূর্ণ নিষেধ ছিল আর সে এদাবীর উপর অবিচল থাকে তাকে আমি আলিমই মনে করি না। কেউ যদি এটা করেই তাহলে আমরা তার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর এ আয়াত পেশ করছি ঃ

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?
ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

« قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ »

আপনি বলে দিন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তোমরা তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আসো। (সূরাঃ আল-বাকারাহ- ১১১)

আজব বিষয় হল যে, শাফেয়ীপন্থীগণ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ধারাবাহিকভাবে একই মাসজিদে জুমু'আর সলাত পড়াকে একই শহরে একাধিক জুমু'আর সলাত বৈধ না হওয়ার দলীল হিসাবে পেশ করেন। অথচ তারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ধারাবাহিকভাবে ঈদগাহে ঈদের সলাত পড়াকে মাসজিদ ব্যতীত ঈদগাহে ঈদের সলাত পড়ার উত্তম হওয়ার দলীল মনে করেন না। দু'মাসআলার একই দলীল হওয়া তুমি কি মনে করো?

এ সকলই সুদৃঢ় করে দুদিকের প্রথম দিককে। যা ইমাম নববী শাফেয়ীদের নেতৃস্থানীয় মাযহাব উল্লেখ করেছেন। এ দুটি বৈপরীত্যের পদ্ধতি এবং আমালহীন রয়েছে। যেমন দামিস্ক ও অনুরূপ অন্যান্য বড় বড় শহর। আর দ্বিতীয় দিকেরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, মাসজিদে সলাত শর্ত সাপেক্ষে উত্তম। আর তা হল সমস্ত মুসল্লীদের সংকুলান হতে হবে। এ ধরনের মাসজিদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর এ দু'দিকের ঐক্যমত বলা হবে সে সময় যখন অধিকাংশ আলিমের নীতির মত হবে, যেমন তাঁরা ঈদগাহে ঈদের সলাত উত্তম বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) সংকীর্ণতার অবস্থায় মাসজিদে সলাত পড়া অপছন্দ হওয়ার প্রমাণ পেশ করেছেন। নিম্নে তার বর্ণনা আসছে।

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীর ২য় খণ্ডের ৪৫০ পৃষ্ঠায় প্রথম হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন ঃ

وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْخُرُوْجِ إِلَى الصَّحْرَاءِ لِصَلَاةِ الْعِيْدِ، وَأَنَّ ذٰلِكَ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ الْمَسْجِدِ، **لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذٰلِكَ** مَعَ فَضْلِ مَسْجِدِهِ *

ঈদের সলাতের জন্য ময়দানে বের হওয়া অগ্রাধিকার মূলক কাজ বলে প্রমাণিত হয়। ঈদের সলাত মাসজিদে পড়া হতে ময়দানে পড়া

উত্তম। কেননা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাসজিদে সলাত পড়া মর্যাদাপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও একাধারে তিনি মাঠে ঈদের সলাত পড়েছেন।

ইমাম শাফেয়ী কিতাবুল উম্ম-এর মধ্যে বলেন ঃ

بَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ فِيْ الْعِيْدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ، وَكَذَا مِنْ بَعْدِهِ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ، وَكَذَٰلِكَ عَامَّةُ أَهْلِ الْبُلْدَانِ إِلَّا أَهْلَ مَكَّةَ *

আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনাতে দু'ঈদের সলাতে ঈদগাহে বের হতেন। অনুরূপভাবে তাঁর পরেও। কিন্তু বৃষ্টির ওযর ও অনুরূপ ওযর থাকলে ঈদগাহে যেতেন না। এমনিভাবে মক্কাবাসী ব্যতীত সকল শহরবাসী ঈদগাহে বের হতেন।

মক্কার মাসজিদ ছিল প্রশস্ত এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল ছিল সংকীর্ণ এরদিকে তিনি ইঙ্গিত করে বলেন ঃ

فَلَوْعُمِرَ بَلَدٌ فَكَانَ مَسْجِدُ أَهْلِهِ يَسَعُهُ فِيْ الْأَعْيَادِ لَمْ أَرَ أَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ لَايَسَعُهُمْ كَرِهْتِ الصَّلَاةَ فِيْهِ وَلَا إِعَادَةَ *

যদি শহর ঘন বসতি হত তাহলে শহরবাসীদের মাসজিদও প্রশস্ত হত, তাই মাসজিদ হতে বের হওয়ার চিন্তা করতেন না। আর যদি মাসজিদ তাদের জন্য প্রশস্ত না হত তাহলে সেখানে সলাত পড়া অপছন্দ করতেন। পূনরায় মাসজিদে ঈদের সলাত পড়তেন না।

(ইমাম শাফেয়ীর কিতাবুল উম ১ম খণ্ড ২০৭ পৃষ্ঠা)

এ কথার উদ্দেশ্য হল যে, ইল্লাত বা কারণ সংকীর্ণ ও প্রশস্ততার মধ্যে আবর্তণ করত, ময়দানে বের হওয়ার জন্য নয়। কারণ উদ্দেশ্য হল সকলের একত্রিত অর্জিত হওয়া। যখন মাসজিদ মর্যাদাপূর্ণ হওয়ায় উদ্দেশ্য অর্জিত হত তখন সেটাই উত্তম হত। ইমাম শাওকানীও একথার অনুসরণ করে (৩/২৪৮) বলেছেন ঃ

«وَفِيْهِ أَنَّ كَوْنَ الْعِلَّةِ الضِّيقِ وَالسَّعَةِ مُجَرَّدُ تَخْمِيْنٍ لَا يَنْهَضُ لِلْاِعْتِذَارِ عَنِ التَّأَسِّي بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الْخُرُوْجِ إِلَى الْجَبَّانَةِ بَعْدَ الْإِعْتِرَافِ بِمُوَاظَبَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذٰلِكَ *

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?
ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

وَأَمَّا الْإِسْتِدْلَالُ عَلَى أَنَّ ذٰلِكَ هُوَ الْعِلَّةُ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ فِيْ مَسْجِدِ مَكَّةَ فَيُجَابُ عَنْهُ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُوْنَ تَرْكُ الْخُرُوْجِ إِلَى الْجَبَانَةِ لِضَيْقِ أَطْرَافِ مَكَّةَ لَا لِلسَّعَةِ فِيْ مَسْجِدِهَا»

মাসজিদ সংকীর্ণ ও প্রশস্ততার ইল্লাত বা কারণ হল স্বাস্থ্যের প্রতিকুল হওয়া। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়মিত ঈদগাহে যাওয়ার কথা জানার পরেও তাঁর ময়দানে বের হওয়ার ভিত্তি হতে বিরত রাখার ওযর পেশের জন্য প্রস্তুত হওয়া নয়।

ঈদের সলাত মক্কা মাসজিদে প্রমাণীত হওয়ার পরও তাঁর প্রতিউত্তর বহন করে যে, মক্কার প্রত্যান্ত অঞ্চল সংকীর্ণ থাকার কারণে মক্কাবাসী ময়দানে বের হওয়া পরিত্যাগ করেছেন। মাসজিদ প্রশস্ত হওয়ার কারণে নয়।

আমি বলব, এ সম্ভাবনা যা ইমাম শাওকানী, ইমাম শাফেয়ীর দিকে ইঙ্গিত করে উল্লেখ করেছেন। যেরূপ হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন যা একটু আগে আমি বর্ণনা করেছি। তিনি ইমাম শাফেয়ীর কথা (কিতাবুল উম্ম ১ম খণ্ড ২০৭ পৃষ্ঠা) প্রমাণ করেছেন যে, আমি এটা এজন্য বলেছি যে, সেটা হয়েছিল এবং তাদের জন্য মক্কার প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাড়ীর মাঝে বড় প্রশস্ত স্থান ছিলো না।

এটাও ইমাম শাওকানী (রহঃ) যার দিকে গিয়েছেন তাকে সুদৃঢ় করে যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদ সংকীর্ণ হলে স্বাস্থ্যের প্রতিকুলতার জন্য মাসজিদে সলাত ছেড়ে দিয়েছেন। এটাও লাঞ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত।

আর এর কারণ দর্শানোর জন্য তারা ইমাম বাইহাকী সুনানুল কুবরা ৩য় খণ্ডের ৩১০ পৃষ্ঠার মুহাম্মাদ বিন আবদিল আযীয বিন আবদির রহমানের সূত্রের হাদীস দলীল স্বরূপ পেশ করেন যে,

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّيْمِيِّ قَالَ : مُطِرْنَا فِيْ إِمَارَةِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ مَطَراً شَدِيْداً لَيْلَةَ الْفِطْرِ، فَجَمَعَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى الْمُصَلَّى الَّذِيْ يُصَلِّيْ فِيْهِ الْفِطْرَ وَالْأَضْحٰى.

ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ. قُمْ فَأَخْبِرِ النَّاسَ مَا أَخْبَرْتَنِيْ،

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرٍ : إِنَّ النَّاسَ مُطِرُوْا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنَ الْمُصَلَّى، فَجَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِهِمْ. ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّيْ بِهِمْ **لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِمْ وَأَوْسَعُ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ لَايَسْعُهُمْ،** قَالَ : فَإِذَا كَانَ هٰذَا الْمَطَرُ فَالْمَسْجِدُ أَرْفَقُ *

উসমান বিন আবদির রহমান আত্‌তাইমী হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আবান বিন উসমান এর শাসনামলে মাদীনায় ঈদুল ফিতরে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হল। লোকেরা মাসজিদে একত্র হল। যে ঈদগাহে তারা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সলাত পড়ত সেখানে তারা বের হল না। অতঃপর তিনি আব্দুল্লাহ বিন আমির বিন রবীয়াহকে বললেন, দাঁড়াও এবং লোকদেরকে সংবাদ দাও, যে সংবাদ তুমি আমাকে দিয়েছ। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন আমির বললেন, মানুষেরা উমার (রাঃ)-এর সময়ে বৃষ্টিতে পতিত হলো। লোকেরা ঈদগাহে যেতে বিরত থাকল। অতঃপর উমার (রাঃ) লোকদের মাসজিদে একত্র করলেন এবং তাদের নিয়ে সলাত পড়লেন। তারপর তিনি মিম্বরে দাঁড়ালেন ও বললেন, হে লোক সকল! রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে নিয়ে ঈদগাহে যেতেন ও তাদের নিয়ে সলাত পড়তেন। কেননা তিনি তাদের সাথে মিলিত হতেন ও তাদের উপর প্রশস্ততা করতেন। আর মাসজিদ তাদের জন্য প্রশস্ত ছিল না। অতএব যখন এ বৃষ্টি হল তখন মাসজিদই হল মিলিত হওয়ার স্থান।

(বাইহাকী ৩য় খণ্ড ৩১০ পৃষ্ঠা)

উত্তর হলো ঃ এ বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল। কেননা এ মুহাম্মাদ বিন আবদিল আযীয, তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আবদিল আযীয বিন উমার বিন আবদির রহমান বিন আউফ বিন আল কাযী। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইমাম নাসাঈ বলেছেন, তার হাদীস পরিত্যাজ্য। ইমাম শাফেয়ী কিতাবুল উম্মে ১ম খণ্ড ২০৭ পৃষ্ঠায় বিচ্ছিন্ন সানাদে বর্ণনা করেছেন। আর এটা মাওকুফ বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ হল এর সানাদও অত্যন্ত দুর্বল। কেননা বর্ণনার মধ্যে ইমাম শাফেয়ী উস্তাদ ইবরাহীম। তিনি হলেন ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন আবি ইয়াহইয়া আল-আসলামী। তিনি

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?
ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

চরম মিথ্যাবাদী। ইমাম মালিক বলেছেন, সে হাদীস ও দ্বীনের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নয়। এজন্য হাফিয ইবনু হাজার তাকরীবের মধ্যে তাকে মাতরুক বলেছেন। অতএব প্রমাণিত হলো মাসজিদ সংকীর্ণ হওয়ার কারণ বাতিল। আর ঐ সমস্ত উলামাদের কথা প্রধান্য যারা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, ঈদগাহে সলাত পড়া সুন্নাত এবং এটা প্রত্যেক যমানা ও শহরের জন্য শারীয়াত সম্মত। তবে আমি কোন স্বাধীন উলামা যাদেরকে জ্ঞানী হিসাব করা হয় তাদেরকে কোন প্রয়োজনীয় কারণ ব্যতীত এর বিপরীত করতে দেখিনি।

আল্লাহ ইবনু হাযম মুহল্লার ৫ম খণ্ডের ৮১ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

«وَسُنَّةُ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ : أَنْ يَبْرُزَ أَهْلُ كُلِّ قَرْيَةٍ، أَوْمَدِيْنَةٍ، إِلَى فَضَاءٍ وَاسِعٍ بِحَضْرَةِ مَنَازِلِهِمْ، ضَحْوَةً أَثَرَ إِبْيِضَاضِ الشَّمْسِ، وَحِيْنَ ابْتِدَاءِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ»

দু'ঈদের সলাতের সুন্নাত হলো ঃ সমস্ত গ্রামবাসী ও শহরবাসী তাদের অঞ্চলে খোলা প্রশস্ত সবুজ ময়দানে বের হবে এবং সূর্যের শ্বেতবর্ণের আলোর প্রভাবে সচেতনতা ফিরে পাবে। উপযুক্ত সময়ে এ নফল কাজের বৈধ্যতা শুরু হয়।

অতঃপর তিনি ৮৬ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

«وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ مَشَقَّةٌ فِيْ الْبُرُوْزِ إِلَى الْمُصَلَّى، صَلَّوْا جَمَاعَةً فِيْ الْجَامِعِ»

যদি তাদের উপর ঈদগাহে বের হওয়া কষ্টকর হয় তাহলে জামে মাসজিদে সলাত পড়বে। অতঃপর তিনি ৮৭ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

«وَقَدْ رُوِيْنَا عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُمَا صَلَّيَا الْعِيْدَ بِالنَّاسِ فِيْ الْمَسْجِدِ لِمَطَرٍ وَقَعَ يَوْمَ الْعِيْدِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْرُزُ إِلَى الْمُصَلَّى لِصَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ، فَهٰذَا أَفْضَلُ، وَغَيْرُهُ يُجْزِيءُ، لِأَنَّهُ فِعْلٌ لَا أَمْرٌ. وَبِاللهِ التَّوْفِيْقِ»

আমাদের নিকটে উমার ও উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, ঈদের দিবসে বৃষ্টি হওয়ার কারণে তাঁরা লোকদের নিয়ে মাসজিদে সলাত

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

পড়েছেন। আর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'ঈদে ঈদগাহে বের হতেন। আর এটাই উত্তম। অন্যটিও বৈধ, কেননা এটা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্ম, নির্দেশ নয়। আল্লাহই সমন্বয় সাধনকারী।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস সম্মানিত উস্তাদ শাইখ আহমাদ শাকির ঈদগাহে ঈদের সলাত আদায়ের উপকারিতা, ঈদগাহে মহিলাদের বের হওয়া সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন। আমি চিন্তা করেছি তথা হতে উপকারিতাসমূহ বর্ণনা করব। তিনি প্রথম হাদীসের দিকে ইশারা করার পর তিরমিযীর পর্যালোচনায় (২/৪২১-৪২৪) বলেন ঃ

«أَحَقًّا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِيْنَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرُهُنَّ؟ قَالَ : أَيْ الْعُمَرِيُّ....» قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ : «وَقَدْ تَضَافَرَتْ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذٰلِكَ»

ইমামের উপর আবশ্যক নয় কি, যখন তিনি অবসর হবেন তখন মহিলাদের নিকট আসবেন এবং তাদেরকে নসিহত করবেন? তাতে তিনি যে বয়সের হন না কেন। শাইখ আহমাদ বলেন– এ ব্যাপারে আলেমগণের কথা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

বুখারীর ভাষ্যে আবূ সাঈদ-এর হাদীস হতে মাস'আলা ইস্তিমবাত করতে গিয়ে আল্লামা আইনী হানাফী বলেন ঃ

«وَفِيْهِ الْبُرُوْزُ إِلَى الْمُصَلَّى وَالْخُرُوْجُ إِلَيْهِ، وَلَا يُصَلِّي فِيْ الْمَسْجِدِ إِلَّا عَنْ ضَرُوْرَةٍ»

ঈদের সলাত ঈদগাহে প্রকাশ করতে হবে এবং তথায় বের হতে হবে। প্রয়োজন ব্যতীত মাসজিদে সলাত পড়া যাবে না।

وَرَوَى ابْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ : «اَلسُّنَّةُ الْخُرُوْجُ إِلَى الْجَبَّانَةِ، إِلَّا لِأَهْلِ مَكَّةَ فَفِيْ الْمَسْجِدِ»

ইবনু যিয়াদ হতে বর্ণিত; তিনি ইমাম মালিক হতে বর্ণনা করেন। ইমাম মালিক বলেনঃ মক্কাবাসী ব্যতীত ঈদের সলাতের জন্য খোলা ময়দানে বের হওয়া সুন্নাত। মক্কাবাসী মাসজিদে পড়বে।

ফাতাওয়া হিনদিয়ায় ১ম খণ্ডে ১১৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে ঃ

«اَلْخُرُوْجُ إِلَى الْجَبَّانَةِ فِيْ صَلَاةِ الْعِيْدِ سُنَّةٌ، وَأَنْ كَانَ يَسَعُهُمُ الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ، عَلَى هٰذَا الْمَشَايِخِ، وَهُوَ الصَّحِيْحُ»

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?
ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

ঈদের সলাতের জন্য খোলা ময়দানে বের হওয়া সুন্নাত আর যদি জামে মাসজিদ তাদের জন্য প্রশস্ত হয় তবে এ শাইখদের প্রতি সেটাই সঠিক।

মুদাওয়ানাতুল কুবরা ১ম খণ্ডের ১৭১ পৃষ্ঠায় ইমাম মালিক হতে বর্ণিত আছে ঃ

قَالَ مَالِكٌ لاَيُصَلِّيْ فِيْ الْعِيْدَيْنِ فِيْ مَوْضِعَيْنِ، وَلاَ يُصَلُّوْنَ فِيْ مَسْجِدِهِمْ، وَلكِنْ يَخْرُجُوْنَ كَمَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُوْنُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى، ثُمَّ اسْتَنَّ بِذٰلِكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ»

ইমাম মালিক বলেন ঃ দু'ঈদের সলাত দু'স্থানে পড়বে না এবং মাসজিদেও পড়বে না। কিন্তু নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ বের হয়েছেন তদরূপ তারা বের হবে। ইবনু ওহাব ইউনুস হতে; তিনি ইবনু শিহাব হতে বর্ণনা করেন, তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে বের হতেন অতঃপর সমস্ত শহরবাসীর প্রতি এটা সুন্নাত হয়ে যায়।

আল্লামা ইবনু কুদামাহ হাম্বলী (রহঃ) আল-মুগনীর ২য় খণ্ড ২২৯-২৩০ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

«اَلسُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيْدَ فِيْ الْمُصَلَّى، أَمَرَ بِذٰلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ، وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ : ان كَانَ مَسْجِدُ الْبَلَدِ وَاسِعاً فَالصَّلَاةُ فِيْهِ أَوْلَى، لِأَنَّهُ خَيْرُ الْبِقَاعِ وَأَطْهَرُهَا، وَلِذٰلِكَ يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ فِيْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ *

وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى، وَيَدَعُ مَسْجِدَهُ، وَكَذٰلِكَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، وَلاَ يَتْرُكُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَفْضَلَ مَعَ قُرْبِهِ، وَيَتَكَلَّفُ فِعْلَ النَّاقِصِ مَعَ بُعْدِهِ، وَلاَ يَشْرَعُ لِأُمَّتِهِ تَرْكَ الْفَضَائِلِ، وَلِأَنَّنَا قَدْ

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاِقْتِدَاءِ بِهِ، وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ الْمَأْمُوْرُ بِهِ هُوَ النَّاقِصُ، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ الْكَامِلُ، وَلَمْ يَنْقُلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى الْعِيْدَ بِمَسْجِدِهِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، وَلِأَنَّ هٰذَا إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنَّ النَّاسَ فِيْ كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ يَخْرُجُوْنَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَيُصَلُّوْنَ الْعِيْدَ فِي الْمُصَلَّى مَعَ سَعَةِ الْمَسْجِدِ وَضِيْقِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِي الْمُصَلَّى مَعَ شَرَفِ مَسْجِدِهِ *

ঈদগাহে ঈদের সলাত পড়া সুন্নাত। আলী (রাঃ) এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম আওযায়ী ও রায়পন্থীরা এটাকে পছন্দ করেছেন। ইবনু মুনযির এটাই বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী হতে বর্ণিত আছে যে, যদি শহরের মাসজিদ প্রশস্ত হয় তাহলে তাতেই সলাত পড়া উত্তম। কেননা সেটা সর্বত্তোম ও অতিপবিত্র স্থান। এ কারণেই মক্কাবাসীরা মাসজিদে হারামে সলাত পড়ে থাকেন। আর আমাদের জন্য এটা যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে বের হতেন ও মাসজিদ পরিত্যাগ করতেন। তাঁর পরে খুলাফায়ে রাশেদাও তা করেছেন। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদের নিকট থাকা সত্বেও সর্বোত্তমকে পরিত্যাগ করেননি। তিনি অপূর্ণ কর্মের জন্য কষ্ট করেননি। তাঁর পরেও নয়। তিনি উম্মাতের জন্য উত্তম কাজ ছেড়ে দেয়ার বিধান প্রবর্তন করেননি। আমাদের জন্য নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুকরণ, অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমন কাজের আদিষ্ট বৈধ্য নয় যেটা অসম্পূর্ণ এবং এমন কাজের নিষেধাজ্ঞা বৈধনয় যেটা পরিপূর্ণ। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ওযর ব্যতীত মাসজিদে ঈদের সলাত পড়ার বর্ণনা নেই। এ জন্য যে, এটা মুসলিমদের একত্রিত হওয়ার স্থান। প্রত্যেক যুগে এবং শহরে মানুষ ঈদগাহে বের হন। অতঃপর তারা মাসজিদ প্রশস্ত ও সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ঈদগাহে ঈদের সলাত আদায় করেন। মাসজিদ সম্মানীত হওয়া সত্ত্বেও নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে সলাত পড়েছেন।”

ইবনু কুদামার ভাষায় আমি বলব ঃ

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?
ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

«وَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى الْعِيْدَ بِمَسْجِدِهِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»

[নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে এটা বর্ণিত নেই যে, তিনি ওযর ব্যতীত মাসজিদে ঈদের সলাত পড়েছেন] তিনি এটা দ্বারা মুসতাদরাকে হাকিমে আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণিত হাদীসের দিকে ইশারা করেছেন যে,

«أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الْمَسْجِدِ»

সাহাবাগণ ঈদের দিনে বৃষ্টিতে পতিত হলেন, অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে নিয়ে মাসজিদে সলাত পড়লেন।
(মুসতাদরাকে হাকিম ১ম খণ্ড ২৯৫ পৃষ্ঠা, তিনি ও ইমাম যাহাবী হাদীসটি সহীহ্ বলেছেন[১])

ইমাম শাফেয়ী কিতাবুল উম্ম ১ম খণ্ডে ২১৭ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

«بَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ فِيْ الْعِيْدَيْنِ

---

(১) আমি বলব ঃ এ বিশুদ্ধতা বলার মধ্যে স্পষ্ট ত্রুটি রয়েছে। কেননা হাকিমের সহীহ্'র মূলে ঈসা বিন আবদিল আ'লা বিন আবী ফারওয়াহ রয়েছে। তিনি আবূ ইয়াহইয়া উবাইদিল্লাহ আত্-তাইমী হতে শুনেছেন, তিনি আবূ হুরাইরাহ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে আবূ দাঊদ (১/১৮০) ইবনু মাজাহ (১/৩৯৪) বাইহাকী (৩/২১০) বর্ণনা করেছেন। এ সানাদ যঈফ ও অপরিচিত। এ ঈসা অপরিচিত। হাফিয ইবনু হাজার 'আত্-তাকরীবে' বলেছেন ঃ অনুরূপ তাঁর উস্তায আবূ ইয়াহইয়া তিনি হলেন, উবাইদুল্লাহ বিন আবদিল্লাহ বিন মাওহাব তিনি আজ পর্যন্ত অপরিচিত।

ইমাম যাহাবী মুখতাছার সুনানে বাইহাকীতে (১/১৬০/১) বলেছেন ঃ আমি বলব ঃ উবাইদুল্লাহ্ যঈফ। তিনি তরজমাতুর রাবী হতে বলেন ঃ তিনি অপরিচিত এবং এ হাদীস মুনকার।

আমি বলবঃ ইমাম হাকিম মুসতাদরাকে তালখীসে এ হাদীসের উপর যে ঐক্যমত্য হয়েছেন তা তার ভুলগুলোর একটি। আমরা আশা করি তিনি ক্ষমা লাভ করবেন। আর তিনি এটা তালখীসে হাবীরের মধ্যে (১৪৪ পৃষ্ঠা) ও বুলুগূল মারামে দৃঢ়ভাবে বলেছেন এ হাদীসের সানাদ যঈফ। ইমাম নববী আল-মাজমূ' (৫/৫) বলেছেন ঃ এ সানাদ যাইয়্যেদ। অথচ এটা যাইয়্যেদ নয়। মনে হয় তিনি এ হাদীসের উপর আবূ দাঊদের চুপ থাকার প্রতি নিরভর করেছেন। এটা কোন বিস্ময় নয়। কেননা আবূ দাঊদ বহু যঈফ হাদীসের উপর চুপ থেকেছেন– যেমন তা মুসতালাহ্-এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। আমি তা সহীহ্ সুনানে আবূ দাঊদে বর্ণনা করেছি।

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

إِلَى الْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ، وَكَذٰلِكَ مَنْ كَانَ بَعْدَهُ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الْبُلْدَانِ، إِلاَّ مَكَّةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنَ السَّلَفِ صَلَّى بِهِمْ عِيْدًا إِلاَّ فِيْ مَسْجِدِهِمْ، وَأَحْسَبُ ذٰلِكَ - وَاللّٰهُ تَعَالٰى أَعْلَمُ - لِأَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ خَيْرُ بِقَاعِ الدُّنْيَا، فَلَمْ يُحِبُّوْا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمْ صَلاَةٌ إِلاَّ فِيْهِ مَا أَمْكَنَهُمْ، وَإِنَّمَا قُلْتُ هٰذَا، لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ وَلَيْسَتْ لَهُمْ هٰذِهِ السَّعَةُ فِيْ أَطْرَافِ الْبُيُوْتِ بِمَكَّةَ سَعَةٌ كَبِيْرَةٌ، وَلَمْ أَعْلَمْهُمْ صَلُّوْا عِيْدًا قَطُّ، وَلاَ اسْتِسْقَاءً إِلاَّ فِيْهِ، فَإِنْ عُمِّرَ بَلَدٌ فَكَانَ مَسْجِدُ أَهْلِهِ يَسَعُهُمْ فِيْ الْأَعْيَادِ لَمْ أَرَ أَنَّهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ، وَأَنْ خَرَجُوْا فَلاَ بَأْسَ.

وَلَوْ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَسَعُهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ إِمَامٌ فِيْهِ كَرِهْتُ لَهُ ذٰلِكَ، وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ. وَإِذَا كَانَ الْعُذْرُ مِنْ مَطَرٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَمَرْتُهُ بِأَنْ يُصَلِّيَ فِيْ الْمَسَاجِدِ، وَلاَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّحْرَاءِ»

আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনাতে দু'ঈদের সলাতে ঈদগাহে বের হতেন। এমনিভাবে তাঁর পরেও এবং মক্কাবাসী ব্যতীত সকল শহরের লোকও বের হতেন। কেননা আমাদের নিকট পৌঁছেনি যে সালাফদের কেউ লোকদের নিয়ে মাসজিদ ব্যতীত ঈদের সলাত পড়েছেন। আমিও এই ধারণা করছি। মহান আল্লাহই অধিক অবগত। কেননা মাসজিদে হারাম দুনিয়ার সর্বোত্তম স্থান। অতএব তাঁরা সে স্থান ছাড়া সলাত পড়া পছন্দ করতেন না এবং এটা তাঁদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। আমিও এটাই বলছি। কেননা মক্কার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাড়ীতে তাদের জন্য বড় প্রশস্ত স্থান ছিল না। আমি এটাও জানি না তারা ঈদের সলাত ও বৃষ্টির সলাত মাসজিদ ব্যতীত কখনও পড়েছেন। শহর যদি ঘনবসতি হত তাহলে শহরবাসীদের ঈদের জন্য মাসজিদও প্রশস্ত হত। আমি মনে করি না তারা মাসজিদ হতে বের হতো। যদি তারা বের হয়ে থাকে তাহলে দোষ নেই।

যদি মাসজিদ তাদের জন্য প্রশস্ত না হয় আর ইমাম সেখানে তাদের নিয়ে সলাত পড়ে তাহলে সেটা আমি অপছন্দ করছি। তাদের উপর পুনরায় করা চলবে না। আর যদি বৃষ্টি বা অন্য ওযর থাকে তবে আমি নির্দেশ দিব মাসজিদে সলাত পড়ার জন্য এবং ময়দানে বের হবে না।

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

আল্লামা ইবনুল হাজ্জ আল মাদখালের ২৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

«وَالسُّنَّةُ الْمَاضِيَةُ فِيْ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ الْمُصَلَّى، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»

দু'ঈদের সলাতের কার্যকর সুন্নাত হল ঈদগাহে আদায় করা। কেননা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "মাসজিদে হারাম ব্যতীত আমার মাসজিদে সলাত আদায় করা অন্য মাসজিদ থেকে এক হাজার গুণ মর্যাদা বেশী।" **(ইরওয়াউল গালীল ৯৫৩, সহীহ আল-জামে- ৩৭৩২)**

অতঃপর এটা এত বড় মর্যাদা হওয়া সত্ত্বেও তা ছেড়ে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে গিয়েছেন। এটা দু'ঈদের সলাত ঈদগাহে পড়ার জন্য ঈদগাহে বের হওয়া গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশের উপর সুস্পষ্ট দলীল। অতএব এটাই সুন্নাত। দু'ঈদের সলাত মাসজিদে পড়া ইমাম মালিকের মাযহাবে বিদ'আত। তবে যদি প্রয়োজন হেতু বের না হয় তাহলে বিদ'আত হবে না। কেননা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর খুলাফায়ে রাশেদার কেউ তা করেননি। বরং নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকেও দু'ঈদের সলাতে বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ঋতুবতী ও পবিত্র বালেগাদেরকে সেখানে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মহিলাদের কেউ বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো যদি চাদর না থাকে? অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

«تُعِيْرُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، لِتَشْهَدَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ»

"তার বোন তাকে চাদর ধার দিয়ে সহায়তা করবে। উত্তম কাজে ও মুসলিমদের দু'আয় উপস্থিত থাকার জন্য।"

فَلَمَّا أَنْ شَرَعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُنَّ الْخُرُوْجَ شَرَعَ الصَّلَاةَ فِيْ الْبَرَاحِ، لِإِظْهَارِ شَعِيْرَةِ الْإِسْلَامِ *

অতঃপর যখন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের জন্য বের হওয়ার বিধান করলেন তখন বৃক্ষহীন বিস্তৃত ভূমিতে সলাত পড়ার বিধান করলেন। ইসলামের অনুষ্ঠান পর্ব প্রকাশের জন্য। (আল-মাদখাল- ২৮৩ পৃষ্ঠা)

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

অতএব নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত বর্ণিত হয়েছে সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা। এতে করে বুঝা যায় যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'ঈদের সলাত শহরের বাইরে খোলা মাঠে আদায় করেছেন। আর এ 'আমল প্রথম সময় থেকে অব্যাহত আছে। লোকেরা ঈদের সলাত মাসজিদে আদায় করেননি। তবে বৃষ্টি ও অনুরূপ ওযর থাকলে পড়েছেন। এটা চার ইমাম ও অন্যান্য বিজ্ঞজন (রহঃ)-দের মাযহাব।

আমি এর বিপরীত কাউকে জানি না। তবে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) মাসজিদ শহরবাসীর জন্য প্রশস্ত হলে তাতে সলাত আদায় ইখতিয়ার দিয়েছেন। আর এটাও বলেছেন যে, মাসজিদ প্রশস্ত হলেও খোলা মাঠে সলাত পড়ায় দোষ নেই। আর তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, শহরবাসীর জন্য দু'ঈদের সলাতে মাসজিদ প্রশস্ত না হলে সেখানে সলাত পড়া তিনি অপছন্দ করেন।

এ সমস্ত সহীহ্ হাদীসসমূহ ও উলামাদের কথা প্রমাণ করে ইসলামের প্রথম যুগ হতে এ 'আমল অব্যাহত আছে। আর সমস্তই প্রমাণ করে দু'ঈদের সলাত আজ পর্যন্ত মাসজিদে আদায় করা বিদ'আত। যা ইমাম শাফেয়ীও বলেছেন। কেননা আমাদের দেশে এমন কোন মাসজিদ পাওয়া যাবে না যা শহরবাসীদের জন্য প্রশস্ত হবে।

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?
ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

ঈদগাহে সলাত পড়ার তাৎপর্য

এটা সুন্নাত হল খোলা মাঠে সলাত পড়ার সুন্নাত। এর পরিপূর্ণ বিরাট তাৎপর্য রয়েছে। এ দুদিনে মুসলিমদের সুন্নাত হলো তারা প্রত্যেক শহরের পুরুষ, মহিলা, বালক-বালিকারা একত্রিত হবে এবং তাদের অন্তরসমূহ আল্লাহর দিকে ফিরাবে। তাদের একত্রিত কথা এক বাক্যে পরিণত হবে এবং এক ইমামের পিছনে সলাত পড়বে। তাকবীর দিবে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। যেন তাদের অন্তর এক ব্যক্তির অন্তর। তাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামাতের সুসংবাদে সন্তুষ্ট হবে। ফলে ঈদ তাদের নিকট ঈদ বা খুশিই হবে।

আর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের সাথে মহিলাদের ঈদের সলাতের জন্য বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের থেকে কাউকে আলাদা করেননি। এমনকি যার পরিধানের কাপড় নেই তাকেও বের হওয়া থেকে অবকাশ দেননি। বরং অন্য মহিলাকে কাপড় ধার দিয়ে সহায়তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তিনি যাদের সলাত পড়ার বাধা দেয়ার মত ওযর আছে তাদেরকেও ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কল্যাণকর কাজে ও মুসলিমদের দু'আয় উপস্থিত থাকার জন্য।

নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অতঃপর খুলাফায়ে রাশেদা এবং স্থলাভিষিক্ত শহরের আমীরগণ লোকদের নিয়ে ঈদের সলাত পড়তেন। অতঃপর তাদের উদ্দেশ্যে নসীহাতমূলক খুৎবাহ দিতেন। তাদেরকে দীন দুনিয়ার উপকারী বিষয়সমূহ শিক্ষা দিতেন এবং তাদেরকে সাদাকাহ এক স্থানে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। ফলে বিত্তশালীরা দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতেন। এ বরকতময় অনুষ্ঠানে মহান আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ হতে যা দান করতেন এবং আল্লাহর যে অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অবতীর্ণ হতো তাতে দরিদ্ররা খুশী হয়ে যেতো।

অতএব আমি আশা করছি যে, মুসলিমরা তাদের নাবীর সুন্নাতের অনুকরণে যত্নবান হবে। তাদের দীনের বিধানকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে এবং তাদের স্থানকে দৃঢ় ও সফলময় করার লক্ষ্যে। মাহন আল্লাহ বলেন ঃ

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ»

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে ডাকে। যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন।

(সূরা ঃ আল-আনফাল– ২৪ আয়াত)

শাইখ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার ঈদাঈন অধ্যায়ে ২য় খণ্ডের ৩০-৩১ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

«اَلْأَصْلُ فِيْهِمَا أَنَّ كُلَّ قَوْمٍ لَهُمْ يَوْمٌ يَتَجَمَّلُوْنَ فِيْهِ وَيَخْرُجُوْنَ مِنْ بِلَادِهِمْ بِزِيْنَتِهِمْ، وَتِلْكَ عَادَةٌ لَا يَنْفَكُّ عَنْهَا أَحَدٌ مِنْ طَوَائِفِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ. وَقَدْ صَلَّى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا، فَقَالَ : «قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا، يَوْمَ الْأَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ» قِيْلَ : هُمَا «النَّيْرُوْزُ» وَ «الْمِهْرَجَانُ»

ঈদের এ দুদিনের মৌলিক ব্যাপার হল প্রত্যেক জাতিরই একটি দিন থাকে যেদিনে তারা একত্রিত হয় এবং সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হয়ে সেদিন তারা শহর হতে বের হয়। এ প্রথা আরব অনারবদের কোন দল হতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনায় এসে সলাত পড়তেন। আর তাদের জন্য দুটি দিন ছিল তাতে তারা খেলাধুলা করতো। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দুদিনের পরিবর্তে এর থেকে উত্তম দুটি দিন তোমাদের জন্য বদল করে দিয়েছেন। তা হল ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর। কেউ কেউ বলেন সে দুদিন হল নাইরুয বা নববর্ষ এবং মেহেরজান উৎসব।[১]

ঐ দুদিনকে পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। কারণ মানুষের মাঝে এমন প্রত্যেক ঈদ যাতে দীনের অনুষ্ঠানের কারণ বিদ্যমান থাকে অথবা মাযহাবের আলেমদের অনুপাতে থাকে অথবা এমন বস্তু থাকে যা ওটার সমকক্ষ। তাই নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের রীতির উপর ছেড়ে দিতে ভয় করলেন। যাতে তা জাহেলী সভ্যতায় পরিণত হয়ে যায় অথবা তাদের পূর্ববর্তীদের রীতি প্রচলন হয়ে যায়। অতএব ঐ দুদিনকে

---

[১]আমি বলবঃ হাদীসটি ইমাম আহমাদ সহীহ্ সানাদে বর্ণনা করেছেন। আর আমি এটা আহাদীসুস সহীহার ২০২১ নম্বরে বর্ণনা করেছি।

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?
ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

দুদিনের সাথে পরিবর্তন করে দিলেন যাতে করে মিল্লাতে হানীফ বা ইসলামের রীতি অনুষ্ঠান উন্নত হয়ে যায়। এর সাথে অন্তর্ভুক্ত হয় দু'ঈদে আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্যের স্থলের সংযম প্রদর্শন। যাতে করে মুসলিমদের এ সম্মিলন শুধুমাত্র খেল-তামাশায় পরিণত না হয়। বরং তাদের এ সম্মিলন আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার জন্য হয়।

দু'ঈদের এক ঈদ হল ঈদুল ফিতর, রোযা রাখার ঈদ এবং যাকাতুল ফিতর আদায়ের ঈদ। এ ঈদের দ্বারা যা তাদেরকে কষ্টদিয়ে ছিল তা দূর হওয়া দিক দিয়ে স্বভাবগত আনন্দ। আর দ্বিতীয় হল জ্ঞানগত আনন্দ। আল্লাহ তাদের উপর কৃতফরয আদায়ের ক্ষমতা দিয়ে যে অনুগ্রহ করেছেন এবং পরিবার ও সন্তানের প্রধান হিসাবে অন্য একটি বছর পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছেন সে তৃপ্তি প্রফুল্লতার দিক দিয়ে আনন্দ। দ্বিতীয় ঈদঃ এ দিন ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তান ইসমাঈল (আঃ)-কে যাবাহ করার দিন। বিরাট যাবাহের জন্তুর বিনিময়ে আল্লাহ সেদিন তাদেরকে অনুগ্রহ করেছিলেন। আর সে দিনকে মিল্লাতে হানাফিয়াতে স্মরণ রাখার জন্য এবং প্রফুল্লচিত্তে ত্যাগ ধন-সম্পদ আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করা এবং ধৈর্য ধারণ করার জন্য। আর তাতে হাজ্জের সাথে সাদৃশ্য ও সমুন্নত রাখা এবং হাজ্জ পালনে আকাঙ্ক্ষা রাখা। এজন্য তাকবীরকে প্রচলন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ»

তোমাদের হিদায়াত দান করার দরুন তোমরা আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করো। (সূরা ঃ আল-বাকারা– ১৮৫ ও সূরা ঃ আল-হাজ্জ– ৩৭ আয়াত)

অর্থাৎ আল্লাহ যে তোমাদের সিয়াম পালনের ক্ষমতা দিয়েছেন তার শুকরিয়া স্বরূপ তাকবীর পাঠ করো। এজন্য কুরবানী চালু করা হয়েছে এবং মিনার দিবসে উচ্চস্বরে তাকবীর প্রচলন করা হয়েছে। যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা করে তার জন্য মাথা কামানো পরিত্যাগ করা উত্তম।[১] আর

---

[১]আমি বলব ঃ যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা করে তার জন্য মাথা কামানো পরিত্যাগ করা উত্তম। এ কথা দ্বারা রাসূল (সাঃ)-এর নিম্নের বাণীর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে–

«اَذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ اَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَاَظْفَارِهِ» وَفِيْ رِوَايَةٍ» فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ اَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتّٰى يُضَحِّي«

যখন যিল হিজ্জাহ মাসের চাঁদ দেখা যায় এবং তোমাদের কেউ কুরবানী ====

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

সলাত ও খুৎবা প্রদান চালু করা হয়েছে। যাতে করে তাদের সম্মিলনের কারণে এমন কোন বিষয় না হয় যা আল্লাহর স্মরণকে ভুলিয়ে দেয় এবং দীনের পর্বকে সমুন্নত করার রীতি চালু করা হয়েছে। এর সাথে শারীয়াতের আর একটি উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর সেটা হল প্রত্যেক জাতির জন্য একটি অভিলাষ রয়েছে, তাতে তারা তাদের উৎসাহ বাসনা প্রকাশের জন্য এবং শিক্ষার্জনের জন্য একত্রিত হয়। এ কারণে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে সকলকে বের হওয়ার, এমনকি বালক, বালিকা, মহিলা, যুবতী, নারী ও ঋতুবতীকেও। ঋতুবতী সলাত থেকে দূরে থাকবে এবং মুসলিমদের দুয়ায় উপস্থিত থাকবে। এ কারণে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাতায়াতের রাস্তাকে পরিবর্তন করেছেন যাতে দু'পথের মুসলিমদের আগ্রহকে তারা প্রকাশ করতে পারে। এজন্য মৌলিক ঈদের সৌন্দর্য হচ্ছে উত্তম পোষাক পরিধান করা, দফ বা একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজান, রাস্তা পরিবর্তন করা এবং ঈদগাহে বের হওয়া।

===করার ইচ্ছা করে। তবে যেন সে তার চুল, নখ কাটা থেকে বিরত থাকে। অন্য বর্ণনা মতে অবশ্য সে যেন তার চুল ও নখের সামান্যতম কুরবানী না করা পর্যন্ত না কাটে। (মুখতাছার সহীহ্ মুসলিম ১২৫১ নং হাদীস)

হাদীসে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে তার জন্য চুল, নখ কাটা বন্ধ রাখা অপরিহার্য। সুতরাং উক্ত বস্তুগুলো কর্তণ করা হারাম সাব্যস্ত হয়। আর ইমাম মালিক, আহমাদ ও অন্যান্য (রহঃ)-গণ এমতই পোষণ করেছেন। সুতরাং এ দলীলের ভিত্তিতে দাড়ি মুণ্ডনের পরিক্ষিত ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের সতর্ক থাকা উচিত। কেননা ঈদ উৎসব উপলক্ষে দাড়ি মুণ্ডন করার তিনটি অপরাধ বিদ্যমান।

১ম অপরাধ ঃ দাড়ি মুণ্ডন করাই অন্যায়। কেননা সেটা হল মহিলার আকৃতি ধারণ করা, কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য হওয়া এবং আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন সাধন করা। এ বিষয়টি আমার পুস্তক আদাবুয যিফাফ বা বাসর রাতের আদর্শ এর মধ্যে আলোকপাত করেছি।

২য় অপরাধ ঃ ঈদের জন্য আল্লাহর অবাধ্যতায় সজ্জিত হওয়া।

৩য় অপরাধ ঃ কুরবানী করার যে ব্যক্তি ইচ্ছা পোষণ করে তার জন্য কুরবানীর পূর্ব পর্যন্ত চুল কাটা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে হাদীস যে উপকার দেয়। (অর্থাৎ চুল কাটার উপর ভিত্তি দাড়ি কাটাকেও কুরবানী করা পর্যন্ত হারাম এবং কুরবানীর পরে দাড়ি কাটা হালাল মনে করা।) আর বাস্তবে এ ধরনের বৈপরিত্য থেকে কম সংখ্যক লোকই রক্ষা পায়। এমনকি কিছু সংখ্যক আলিমরাও এর মধ্যে নিমজ্জিত। আল্লাহর নিকট আমরা নিরাপত্তা কামনা করছি।

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

সংশয় ও তার জবাব

পূর্বের আলোচনা দ্বারা জানা গেল যে, দু'ঈদের সলাত ঈদগাহে পড়াই সুন্নাত। আর এটার উপর বিচক্ষণ আলিমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। ঈদগাহে সলাত আদায় করাতে উপকারিতা ও হিকমাত রয়েছে। অধিকাংশগণই মাসজিদে আদায়ের জন্য সাব্যস্ত করে না। এ কারণেই মুসলিমদের উচিত তাদের নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের দিকে ফিরে আসা এবং এ সুন্নাতকে প্রত্যেক অঞ্চলে জীবিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণে অংশ নেয়া। কেননা আল্লাহর অনুকম্পা জামা'আতের প্রতি। সুন্নাত জামা'আত, বৈপরীত্যের জামা'আত নয়।

কোন জ্ঞানীর একথা বলা সমীচীন নয় যে, এ সুন্নাতকে জীবিত করতে গেলে মুসলিমদের জামা'আতের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হবে। তারা যখন মাসজিদসমূহে বহু সংখ্যক জামা'আত করে যদি তারা তা ঈদগাহে প্রতিষ্ঠিত করে তাহলে জামা'আত থেকে বের হয়ে আসবে। নতুন এক জামা'আত হতে আমরা বিমূখ। এ জামা'আতে কম সংখ্যক লোকের প্রয়োজনীয়তা আছে অধিক সংখ্যকের দরকার নেই।

তাহলে আমরা বলব ঃ এ কথা মুসলিম জ্ঞানী ব্যক্তির বলা সমীচীন নয়। কেননা এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ও যে ধারণা করে সে তাকে মুমিন বলে চিন্তাও করতে পারে না। এর উপকারিতা হচ্ছে সুন্নাতের সমন্বয় সাধন করা। যেটা সকল আলিমগণ বলেছেন। আমরা মুসলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য ও জামা'আত বিচ্ছিন্ন করার জন্য সলাত আদায় করি না। এর একক অস্তিত্ব এ কথাকে বাতিল করার জন্য যথেষ্ট।

বরং প্রকৃতপক্ষে আমরা এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে ঋণী। মুসলিমদের সমস্ত কালিমা ও প্রত্যেক কাতার সুন্নাতের দিকে ফিরে আসা ব্যতীত কোন পথ নেই। বিশেষ করে আমালের প্রতি, যার উপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন ব্যাপী ছিলেন এবং উম্মাতকে তার উপর রেখে তিনি বিদায় নিয়েছেন। আর তাঁর পরে খলীফাগণ তার উপর ছিলেন। তুমি যদি এ উপমার উপর থাকতে চাও তাহলে ঈদগাহে সলাতের ব্যাপারে আমরা যা বলছি তা গ্রহণ কর।

মসলিমগণ আজকের দিনে এ সলাতের ব্যাপারে অসংখ্য জামা'আতে

বিভক্ত হয়ে পড়েছে যেটা সুন্নাতের বিরোধী। অতএব যখনই আমরা এক জামা'আতে একত্রিত হওয়ার ইচ্ছা করবো তখন বিশাল প্রশস্ত ময়দানে বের হওয়া ব্যতীত কোন পথ নেই। যেখানে সমস্ত পুরুষ নারী মুসল্লিাদের সংকুলান হবে। তারা ঈদগাহ গ্রহণ করে এ মহান ঈবাদাত ঈদের সলাত আদায় করবে। আর এটাই সে সুন্নাত যার তারা আদিষ্ট হয়েছে।

তারপর কিভাবে বলা হয় এ সুন্নাতকে যদি পালন করতে যাওয়া হয় তাহলে জামা'আত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে?

হ্যাঁ, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ সুন্নাতকে আদায় করতে গেলে নতুন একটি জামা'আতে প্রয়োজন হবে এবং বহু মাসজিদের বিচ্ছিন্ন অন্য জামা'আতগুলো পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু যখন এ নতুন জামা'আতের উদ্দেশ্য সাধিত হবে তখন ঐ সকল বহু জামা'আত মিলে এক জামা'আতে পরিণত হবে। যেভাবে বিষয়টি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদার যুগে ছিল। এ জামা'আত বিদ্যমান অবশ্যই হতে হবে। কেননা এক জামা'আতে উগ্রতা, বাড়াবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয় না। শুধু একটি জামা'আতই প্রতিষ্ঠিত হয়।

উসূল শাস্ত্রে একটি কথা বারবার বলা হয়। ওয়াজিব ব্যতীত ওয়াজিব প্রতিষ্ঠিত হয় না। শুধু ওয়াজিবই প্রতিষ্ঠিত হয়।

আর এটা জামা'আত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় জ্ঞানকেই সূদৃঢ় করে। কেননা এটা সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর উদ্দেশ্য ব্যাপকতর তাৎপর্যপূর্ণ জামা'আত বাস্তবায়ন কিন্তু অন্য জামা'আতসমূহ এর বিপরীত।

কোন এক ব্যক্তি বলেছেন ঃ সুন্নাতকে বিকশিত করার পরে বহু নিষ্ঠাবান লোকের মাধ্যমে এ ধরনের একটি জামা'আতের সাড়া মিলে। কিন্তু বহু লোক বহু শহরের মাসজিদগুলোতে সুন্নাতের বিপরীতে কল্পিত ঐ বিষয়ের উপর এবং সমস্ত মতের উপর টিকে থাকে। এ কারণে কাঙ্ক্ষীত একটি জামা'আতের বাস্তবায়ন হয় না।

আমি বলব ঃ প্রকৃতপক্ষে বিভক্ততা নতুন জিনিস বিদ'আত কিন্তু এটা স্পষ্ট যারা এ সুন্নাতকে জীবন দান করে এবং যারা তার দিকে ডাকে সে সময়ে তাদের উপর দায়-দায়িত্ব পতিত হবে না। কিন্তু যারা জিদ ধরে এ বিপরীত করে তাদের এ অস্বীকার তাদের উপর পতিত হবে।

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?
ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

আর প্রথম দলটির জামা'আত শারীয়াত সম্মত। কেননা তারা ঐ সুন্নাতের উপর আছে, যে সুন্নাতের উপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন। আর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাত প্রাপ্ত দল সম্পর্কে বলেছেন ঃ

«وَهِيَ الْجَمَاعَةُ» وَفِيْ رِوَايَةٍ : «هِيَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ»

সেটা হল জামা'আত। অন্য বর্ণনায় আছে সেটা হল– আমি ও আমার সাহাবীরা যার উপর আছি।

(তিরমিযী, তাবারানী, সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহ ২০৪)

বিরুদ্ধবাদীরা নাজতপ্রাপ্ত দলটির কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যদিও তাদের সংখ্যা অধিক হয়। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

«لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَذٰلِكَ»

আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা হাক্কের উপর বিজয়ী থাকবে। অনিষ্টকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিয়ামাত এসে যাবে আর তারা হাক্কের উপরই থাকবে।

(মুখতাসার সহীহ মুসলিম– ১০৯৫, সহীহ জামে-সগীর– ৭১৬৬ নং হাদীস)

মু'মিন অল্প সংখ্যক লোক হিদায়াতের পথে চলার অপছন্দ করে না এবং বহু সংখ্যক বিরোধী তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ঈমাম শাতিবী আল-ই'তিসাম গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১১-১২ পৃষ্ঠা বলেছেনঃ

«وَهٰذِهِ سُنَّةُ اللّٰهِ فِيْ الْخَلْقِ : أَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ فِيْ جَنْبِ أَهْلِ الْبَاطِلِ قَلِيْلٌ»

–এটা সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর সুন্নাত বা রীতি। হকপন্থীরা বাতিল পন্থীদের পার্শ্বে অল্পই থাকে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

«وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ»

আপনি যতই কামনা করেন, অধিকাংশ লোক মু'মিন নয়।

(সূরা ইউসূফ– ১০৩ আয়াত)

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

«وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ»

আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ। (সূরা ঃ সাবা– ১৩ আয়াত)

আল্লাহ তাঁর নাবীর সাথে কৃত ওয়াদা কার্যকর করবেন গরীব বা অল্প সংখ্যক এর গুণ থেকে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে।[১] আর গরীব বা অপরিচিত অল্প সংখ্যক শুধু অনুসারী বা তাদের স্বল্পতার সাথে হয় না। এটা যখন কল্যাণ অকল্যাণে পরিণত হয়। অকল্যাণ কল্যাণে পরিণত, সুন্নাত বিদ'আতে পরিণত হয় এবং বিদ'আত সুন্নাতে পরিণত হয় তখনই সুন্নাতপন্থীরা তিরস্কার, ধমক, সহিংসতার মুখোমুখী হয়। যেমন তাঁরা বিদ'আতপন্থীদের ও যারা বিদ'আতীদের লোভ-লালসার মোহে পড়ে গোমরাহী কালিমা বা কথায় ঐক্যবদ্ধ হয় তাদের মুখামুখী হয়। কিয়ামাত পর্যন্ত তারা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করবে। অতএব তারা সকল দল সুন্নাতের বিরুদ্ধে প্রথা ও শ্রুতিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। বরং অবশ্যই সুন্নাতপন্থী জামা'আত আল্লাহর নির্দেশ তথা কিয়ামাত আসা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তবে তারা বহু গোমরাহী দলভূক্তদের আক্রমণের স্বীকার হবে এবং শত্রুতা ও তাদের বিদ্বেষের দাবীর মুখোমুখী হবে। জিহাদে তারা উৎপাঠন, প্রতিহত ও আঘাত প্রতিঘাত দিনে রাতে করতেই থাকবে। এ কারণেই আল্লাহ তাদেরকে মহান বিনিময় দ্বিগুণ করে দিবেন এবং মহান সওয়াব আল্লাহ তাদেরকে দিবেন।

মহান আল্লাহর নিকট সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার ও তার উপর মৃত্যুবরণ করার কামনা করছি। এটাই শেষ এ ত্বড়িত কর্মের সহজ সংকলন। সমস্ত প্রশংসা সমগ্র বিশ্ব প্রতিপালকের জন্য।

---

[১] এ গরীব শব্দ দ্বারা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথার দিকে ইশারা করা হয়েছে। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

«بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْباً وَسَيَعُوْدُ غَرِيْباً كَمَا بَدَأَ غَرِيْباً «فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ»

ইসলাম গরীব তথা অল্প সংখ্যক লোক দ্বারা সূচনা হয়েছিল আবার তা সূচনায় ফিরে যাবে যেরূপ শুরু হয়েছিল। অতএব গরীব বা অল্প সংখ্যকের জন্য সুসংবাদ। (মুসলিম)

পরিশিষ্ট

ঈদের দিবসে করণীয়

সাদাকাতুল ফিত্‌র বা ফিতরা আদায় করা

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَمَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلٰوةِ *

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি, নর ও নারী এবং বালক ও বৃদ্ধের ওপর সাদাকায়ে ফিত্‌র (রোযার ফিতরা) এক সা' (আড়াই কেজি) খেজুর কিংবা এক সা' যব নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তিনি এটাও আদেশ করেছেন যে, লোকদের (ঈদের) সলাতে যাবার পূর্বেই যেন তা আদায় করা হয়। (সহীহ্ আল-বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী– ২য় খণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠা ১৪০৬ নং হাদীস)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيْبٍ *

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমরা (রসূলুল্লাহ'র সময়ে) সাদাকায়ে ফিত্‌র বাবত (মাথাপিছু) এক সা' পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' পনির কিংবা এক সা' কিসমিস প্রদান করতাম।

(সহীহ্ আল-বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী– ২য় খণ্ড ৫৮ পৃষ্ঠা ১৪০৯ নং হাদীস)

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

ফিত্‌রার প্রকৃত হাক্বদার কারা?

কুরআন মাজীদে নিম্ন বর্ণিত আয়াতে যাকাতে ফিত্‌রার হাক্বদার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ
وَفِيْ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ *

সাদাকাহ্‌র হাক্বদার ঃ (১) ফকির, (২) মিসকীন, (৩) আদায়কারী, (৪) অমুসলিমদের মধ্যে যাদের হৃদয় আকৃষ্ট করা হবে, (৫) গোলাম, (৬) ঋণগ্রস্ত, (৭) আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামকারী এবং (৮) দুঃস্থ পথিক।
(সূরাঃ আত্‌-তাওবাহ– ৬০)

নারীদের জন্য পৃথকভাবে খুতবাহ্ বা উপদেশ প্রদান

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ
أَضْحٰى فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ *

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদুল ফিতর বা আযহার দিন ঈদগাহে বের হয়েছি। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে সলাত পড়ালেন। অতঃপর খুৎবা দিলেন। অতঃপর মহিলাদের নিকট আসলেন। তাদেরকে উপদেশ দিলেন ও নসীহত করলেন এবং সাদাকাহ্ দেয়ার নির্দেশ দিলেন। (বুখারী ১ম খণ্ড ১৩২-১৩৪ পৃষ্ঠা)

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلّٰى فَبَدَأَ بِالصَّلٰوةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ
فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلٰى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ تُلْقِيْ فِيْهِ
النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكٰوةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لَا وَلٰكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ
حِيْنَئِذٍ تُلْقِيْ فَتَخَهَا وَيُلْقِيْنَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَرٰى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ ذٰلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ
قَالَ إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُوْنَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِيْ الْحَسَنُ بْنُ
مُسْلِمٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?
ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يُصَلُّوْنَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدَ
خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِيْنَ يُجْلِسُ بِيَدِهٖ ثُمَّ أَقْبَلَ
يَشُقُّهُمْ حَتّٰى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ فَقَالَ : «يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ
يُبَايِعْنَكَ» ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْهَا أَنْتُنَّ عَلٰى ذٰلِكَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ
لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ لَايَدْرِيْ حَسَنٌ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ
ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاءً أَبِيْ وَأُمِّيْ فَيُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيْمَ فِيْ ثَوْبِ بِلَالٍ قَالَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: اَلْفَتَخُ الْخَوَاتِيْمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

আতাআ জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাকে বলতে শুনেছেন, (একবার) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতরের দিন দাঁড়ালেন, তারপর প্রথমে সলাত আদায় করলেন, অতঃপর খুৎবা দিলেন। খুতবা থেকে অবসর গ্রহণ করে নেমে আসলেন এবং মহিলাদের সামনে উপস্থিত হলেন। এরপর বিলালের হাতের ওপর ভর দিয়ে তাদেরকে হিতোপদেশ দিলেন। বিলাল তাঁর কাপড় প্রসারিত করে দিলেন, আর মহিলারা তাতে দান-সামগ্রী ফেলতে লাগলেন। ইবনু জুরাইজ বর্ণনা করেছেন, আমি আতাআ ইবনু আবূ রাবাহকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি সাদকায়ে ফিত্‌র দান করছিলেন? তিনি বললেন, না বরং তারা নফল সাদাকাহ দিচ্ছিলেন। সে সময় কোন একজন মহিলা তার বৃহৎ আংটিটি দান করলে অন্যান্য মহিলারাও তাদের বৃহৎ আংটিগুলো দান করছিলেন। আমি (পুনরায়) আতাআ ইবনু আবূ রাবাহকে জিজ্ঞেস করলাম যে, মেয়েদের উপদেশ দান করা কি ইমামের জন্য ওয়াজিব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তা অবশ্যই ওয়াজিব। তাদের (ইমামদের) কি হয়েছে যে, তারা এরূপ করে না? ইবনু জুরাইজ বলেছেন, হাসান ইবনু মুসলিম তউসের মাধ্যমে ইবনু আব্বাস থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আব্বাস বলেছেন, আমি নাবী (সঃ), আবূ বাক্‌র, উমার ও উসমান (রাঃ)-এর সাথে ঈদুল ফিত্‌রের সলাত পড়েছি। তাঁরা সবাই সলাতের পরে খুৎবা দিতেন। আমি যেন দেখছি নাবী (সঃ) উঠে হাতের ইশারায় লোকদের বসিয়ে দিচ্ছেন এবং কাতার ঠেলে সামনে মেয়েদের কাছে উপস্থিত হলেন। বিলাল তাঁর সাথে সাথে ছিলেন। তিনি [নাবী (সঃ) কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন, "হে নাবী! যখন ঈমানদার নারীরা তোমার নিকট এই শর্তে

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?
ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

বাইয়াত নিতে আসে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, সন্তান হত্যা করবে না, কারো বিরুদ্ধে কোন মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং মারুফ বা সৎকাজের নির্দেশের অবাধ্য হবে না, তখন তুমি তাদের বাইয়াত গ্রহণ করে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান"– (সূরাঃ মুমতাহিনা– ১২)। আয়াত পাঠ শেষ করে নাবী (সঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এ বাইয়াতের ওপর অবিচল আছ? তাদের মধ্য হতে একজন মহিলা বললেন, হ্যাঁ। সে ছাড়া আর কোন মহিলাই তাঁর [নাবী (সঃ)] প্রশ্নের জবাব দিল না। হাসান সে মেয়েটিকে চিনতেন না। এরপর নাবী (সঃ) বললেন ঃ তোমরা সাদাকাহ্ করো। সে সময় বিলাল তার চাদর বিছিয়ে ধরে বললেন, আমার মা-বাপ আপনাদের জন্য কুরবান হোক। আপনারা দান করুন। তখন মেয়েরা তাদের ছোট ও বড় আংটিগুলো বিলালের কাপড়ের ওপর ফেলতে শুরু করল। আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, জাহিলী যুগের বড় আংটিগুলোকে فتخ ফাতাখ বলা হত।

(বুখারী আরবী ১ম খণ্ড ১৩৩ পৃষ্ঠা; সহীহ্ আল-বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী– ১ম খণ্ড ৪১০-৪১১ পৃষ্ঠা ৯২২ নং হাদীস)

ঈদগাহে কুরবানী করা উত্তম

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى *

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে কুরবানী করতেন অথবা যাবাহ্ করতেন।

(সহীহ্ আল-বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী– ১ম খণ্ড ৪১২ পৃষ্ঠা ৯২৫ নং হাদীস)

ঈদগাহ হতে পথ পরিবর্তন করে আসা

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন (বাড়ি ফিরে আসার সময়ে) ভিন্ন পথে আসতেন।

(সহীহ্ আল-বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী– ১ম খণ্ড ৪১৪ পৃষ্ঠা ৯২৯ নং হাদীস)

عَنْ أَبِىْ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِىْ الْعِيْدَ مَاشِيًا

ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?
ঈদের সলাত ঈদগাহে কেন পড়তে হবে?

وَيَرْجِعُ فِيْ غَيْرِ الطَّرِيْقِ الَّذِيْ ابْتَدَأَ فِيْهِ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيْدِ رَجَعَ فِيْ غَيْرِ الطَّرِيْقِ الَّذِيْ أَخَذَ فِيْهِ *

আবূ রাফে‘ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে ঈদের মাঠে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাস্তা দিয়ে ঈদের মাঠে বের হোতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন। **(ইবনু মাজাহ আধুনিক প্রকাশনী ২য় খণ্ড হাদীস নং ১৩০০ ও ১৩০১; আল্লামা আলবানী হাদীস দুটিকে সহীহ্ বলেছেন)**

ঈদের সলাতের প্রকৃত তাকবীর সংখ্যা

হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ ও নাসাঈ শরীফ এই তিনটি কিতাবে ঈদের সলাতের তাকবীর সম্পর্কে কোন হাদীস নেই। অবশিষ্ট সব হাদীসের কিতাবগুলোতে ১২ তাকবীর সম্পর্কে ১৫২টির অধিক হাদীস রয়েছে। কিন্তু ছয় তাকবীরের কোন অস্তিত্ব হাদীসের কিতাবে এমন কি ফিক্‌হের কিতাবেও খুঁজে পাওয়া যায় না। অতএব সকল প্রকার গোঁড়ামী ও মাযহাবী মত ছেড়ে হাদীসের উপর আমল করার জন্য আমাদের আহ্বান রইল।

قَالَ الشَّافِعِيُّ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَطَاءَ ابْنَ أَبِيْ رَبَاحٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ أَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه كَبَّرَ فِيْ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ فِيْ الْأُوْلٰى سَبْعًا سِوٰى تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ وَفِيْ الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوٰى تَكْبِيْرَةِ الْقِيَامِ، وَهٰذَا أَصَحُّ إِسْنَادًا وَأَوْثَقُ رِجَالًا وَأَثْبَتُ لَفْظًا لِأَنَّهُ جَاءَ بِقَوْلِهِ سَمِعْتُ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ فِيْ الْأُمِّ

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ আমি সুফিয়ান বিন উয়াইনাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ আমি আতাআ বিন আবূ রাবাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ আমি আবদ্দিল্লাহ বিন আব্বাসকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন– আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি দু’ঈদের সলাতের প্রথম রাক‘আতে তাকবীরে তাহ্‌রীমা ব্যতীত সাত তাকবীর দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে দাঁড়ানোর তাকবীর ব্যতীত পাঁচ তাকবীর দিয়েছেন।

এ হাদীসের সানাদ অধিক সহীহ্ এবং রাবীগণ অধিক নির্ভরযোগ্য এবং অধিক প্রতিষ্ঠিত শব্দে বর্ণিত কেননা এ হাদীস সামিতু বা আমি নিজে শুনেছি শব্দ দ্বারা এসেছে।

[ইমাম শাফেয়ীর (রহঃ) কিতাবুল উম্ম ১ম খণ্ড ঈদের সলাতে তাকবীর অনুচ্ছেদ ২৩৬ পৃষ্ঠার বরাতে হাবীল কাবীর ২য় খণ্ড ৪৯০ পৃষ্ঠা। দেখুন– আবূ দাউদ ১৬৩ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ১ম খণ্ড ৭০ পৃষ্ঠা। ইবনু মাজাহ ৯১ পৃষ্ঠা; মিশকাত ১ম খণ্ড ১২৬ পৃষ্ঠা; বাইহাকী ৩য় খণ্ড ৪০৬ পৃষ্ঠা; দারেমী ১ম খণ্ড ৩৭৬ পৃষ্ঠা; মুসতাদরাক হাকিম ১৯৮ পৃষ্ঠা; সহীহ্ ইবনু খুযাইমাহ ২য় খণ্ড ৩৪৬ পৃষ্ঠা; দারাকুতনী ২য় খণ্ড ৪৯ পৃষ্ঠা; মুসনাদে আহমাদ ৬ষ্ঠ খণ্ড ৭০ পৃষ্ঠা; মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক ৩য় খণ্ড ২৯৫ পৃষ্ঠা; কানযুল উম্মাল ৮ম খণ্ড ৬৩৮ পৃষ্ঠা; মুয়াত্তা ইমাম মালিক ৬৩ পৃষ্ঠা; মিশকাত নূর মুহাম্মাদ আজমী ও মাদ্‌রাসা পাঠ্য ১৩৫৭ নং হাদীস; তিরমিযী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ৫৩৬; আবূ দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২য় খণ্ড হাদীস নং ১১৫৯; মুয়াত্তা মুহাম্মাদ বাংলা ১২৯ পৃষ্ঠা হাদীস নং ২৩৯; হাদীস শরীফ মাওলানা আব্দুর রহীম ২য় খণ্ড ২৭১ পৃষ্ঠা]

জুমু‘আর দিবসে ঈদ হলে জুমু‘আ বা ঈদের যে কোন এক সলাত আদায় করা

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِيْ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : «مَنْ شَاءَ أَنْ يُّصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ» *

যায়িদ বিন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ (ঈদের দিবসে) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের সলাত পড়েছিলেন ও ঐ দিনের জুমু‘আর সলাতের অবকাশ দিয়ে বললেন ঃ যার ইচ্ছা হয় সে জুমু‘আহ্ পড়বে।

[আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ আধুনিক প্রকাশনী ২য় খণ্ড ১৩১০ নং হাদীস, মুসনাদে আহমাদ; ইবনু খুজাইমাহ ও আলবানী হাদীসটি সহীহ্ বলেছেন। বুলূগুল মারাম (বাংলা) ভারত ছাপা হাদীস নং ৩৬৪]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اجْتَمَعَ عِيْدَانِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ *

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে একবার দু’ঈদ একত্র হলে তিনি লোকদের নিয়ে ঈদের সলাত পড়ার পর বললেন, যে ব্যক্তি জুমু‘আর সলাতে আসতে চায় সে আসুক এবং যে চলে যেতে চায় সে চলে যাক।

(ইবনু মাজাহ, আধুনিক প্রকাশনী ১৩১২ নং হাদীস; আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন)

আমাদে দা'ওয়াত

- কিতাব ও সহীহ্ হাদীসের দিকে ফিরে আসা এবং কুরআন, সুন্নাহ-কে সলফে সলিহীনদের তরীকায় বুঝা।

- মুসলিমদের সঠিক দীন জানা বা পরিচিতি লাভ করা। তাদের কর্তব্য হল দ্বীনের জ্ঞান, বিধিবিধান, উত্তম চরিত্রের গুণাবলী এবং দীনের সেই আদর্শের আমলের প্রতি আহ্বান করা যার জন্য তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি নির্ধারিত হয়েছে এবং তাদের জন্য সৌভাগ্য ও মর্যাদা সাব্যস্ত হয়েছে।

- মুসলিমদের শির্কের নানা দিক থেকে, বিদ'আতসমূহ হতে, দীনের মধ্যে নতুন চিন্তাধারা এবং ঐসমস্ত মুনকার (অস্বীকৃত) ও মাওযূ বা বানোয়াট হাদীসসমূহ হতে সতর্ক করা যা ইসলামের শোভাকে বিকৃত করে দিয়েছে এবং মুসলিমদের অগ্রগতি ও উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করেছে।

- ইসলামী জ্ঞানের পদ্ধতির সীমার মধ্যে ইসলামী মুক্ত চিন্তাধারাকে উজ্জীবিত করা এবং ঐ অচল চিন্তাধারাকে দূরিভূত করা যা অধিকাংশ মুসলিমদের বিবেককে দখল করে নিয়েছে এবং তাদের সুস্পষ্ট ইসলামের গভীরতা হতে অনেক দূরে নিয়ে গেছে এবং স্থায়ী জীবনের সমস্যাসমূহে ইসলামী সমাধান উপস্থাপনে অংশগ্রহণ করা, এটাই আমাদের লক্ষ উদ্দেশ্য এবং আমরা মুসলিমদেরকে এই 'আমানাত বা দায়িত্ব পালনের সহায়তার জন্য আহ্বান করছি। যা মুসলিমদেরকে উজ্জীবিত করবে এবং ইসলামের স্থায়ী মিশনের বিস্তার লাভ করবে।

লেখকের সংকলিত ও অনূদিত গ্রন্থের তালিকা

১। জুযউল কিরাআত (ইমামের পিছনে পঠনীয় সর্বোত্তম কিরাআত)
ইমাম বুখারী (রহঃ)
২। জানেন কি, কী পরিমাণ নেকী হতে আপনি বঞ্চিত হচ্ছেন? (জুযউ রফইল ইয়াদাঈন)
ইমাম বুখারী (রহঃ)
৩। সংক্ষেপিত আহ্‌কামুল জানায়িয বা জানাযার নিয়ম কানুন
আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী
৪। আদাবুয যিফাফ বা বাসর রাতের আদর্শ
আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী
৫। ঈদের নামায ঈদগাহে পড়তে হবে কেন?
আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী
৬। মিফতাহুল জান্নাহ বা জান্নাতের চাবী
আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী
৭। তাকবীরাতুল ঈদাঈন বা ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যা
৮। আপনি জানেন কি? প্রচলিত সলাত এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সলাতে পার্থক্য কতটুকু?
৯। চার মাযহাবের অন্তরালে
১০। আপনি জানেন কি? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কত তাকবীরে ঈদের সলাত পড়তেন?
১১। "অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক"